কাজী নজরুল ইসলাম

নির্ঝর

নজরুল ইন্সটিটিউট

নির্ঝর

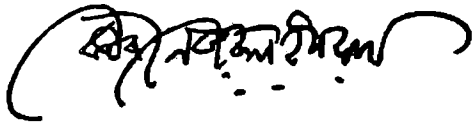

কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল ইন্সটিটিউট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঝর

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রথম মুদ্রণ : ফাল্গুন, ১৪০৩ / ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৪০৮ / জুলাই, ২০০১
তৃতীয় মুদ্রণ : পৌষ, ১৪১৪ / জানুয়ারি, ২০০৮

প্রকাশক
মোঃ রবিউল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
নজরুল ইন্সটিটিউট
বাড়ি ৩৩০-বি, রোড ২৮ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম কুমার দেব

মুদ্রক
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
ই-৭/বি, ই-৭/সি, এলজিইডি ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মূল্য
পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

NIRJHAR by Kazi Nazrul Islam. Published by Md. Robiul Islam, Assistant Director in-charge, Research & Publication Department, Nazrul Institute, Kabi Bhaban, House 330-B, Road 28 (Old), Dhanmondi Residential Area, Dhaka 1209, Bangladesh.

Price
Taka : 45.00 / US $ 5

ISBN 984-555-274-9
www.pathagar.com

তৃতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' নজরুলের প্রকাশিত প্রথম কবিতা। এই কবিতা ১৩২৬ বাংলায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'মুক্তি' কবিতা ১৯১৬ সালের একটি বাস্তব ঘটনার আলোকে লেখা।

'নির্ঝর' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৩৪৫ সালে। মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে পাণ্ডুলিপি ক্রয় করেছিলেন মোহসিন এন্ড কোং, কলিকাতা। কিন্তু কাব্য যথারীতি বাঁধাই হয়েও বাজারে বের হয়নি। এ ব্যাপারে চৌধুরী শামসুর রহমানের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৩০-'৩১ সালে মোহাম্মদ কাসেম ঢাকা থেকে গিয়ে নজরুলের একটি পাণ্ডুলিপি বিক্রয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নজরুল ঢাকায় অবস্থানকালে কিছু টাকার বিনিময়ে পাণ্ডুলিপিটি কাসেম সাহেবকে হস্তান্তর করেন। 'সহচর' পত্রিকার এমদাদ আলী সাহেব নয়শত টাকার বিনিময়ে পাণ্ডুলিপিটি ক্রয় করেন। কবি নিজেই বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'নির্ঝর'। কবিতা ছিল ১৪টি। কিন্তু রহস্যজনক কারণে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি।

কবিতাগুলো সম্ভবত ঢাকায় লেখা। ঢাকার অধুনালুপ্ত 'অভিযান' পত্রিকার মোহাম্মদ কাসেমের বদৌলতে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে। কিন্তু চড়া দামে এটি তিনি বিক্রয় করেন। এই কাব্যে ২৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপিতে ১৪টি কবিতা থাকার কথা বলেছেন চৌধুরী শামসুর রহমান। কাব্যটি পাঁচ মিশালি ধরনের। এতে যেমন আছে প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি', তেমনি আছে আরবি ছন্দের কবিতা, রুবাই ধাচের কবিতা, গজল (দীওয়ান-ই-হাফিজ) এবং অন্যান্য কবিতা ও গান। হাফিজের ৮টি গজলই নয়, গজলের ভাবালম্বনে লেখা কবিতা রয়েছে।

নজরুল ইন্সটিটিউট 'নির্ঝর' প্রথম প্রকাশ করে ১৯৯৭ সালে। বইটির সকল কপি বহু আগেই বিক্রয় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মুদ্রণেও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুল একটি প্রকাশনা পাঠকদের উপহার দিতে। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেছে। সেজন্য দুঃখিত। যাঁরা গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম
নির্বাহী পরিচালক

www.pathagar.com

প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মনীষার এক মহত্তম বিকাশ, বাঙালির সৃষ্টিশীলতার এক তুঙ্গীয় নিদর্শন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। নজরুল তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে যুক্ত করেছেন যুগ-মাত্রা।

'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' কবিতা নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। হাফিজের *'জুল্‌কে আ-শফ্‌তা ও থুয়ে জর্দা ও যান্দানে লবেমস্ত্‌'* শীর্ষক গজলের ভাব অবলম্বনে 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতা এবং আরবি ছন্দে ছন্দ-সূত্র সহযোগে রচিত 'আরবি ছন্দের কবিতা'।

নজরুলের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মতো 'নির্ঝর'-এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সব সংস্করণই নির্ভরযোগ্য নয়, এমনকি সহজলভ্যও নয়। কপিরাইট আইনের তোয়াক্কা না করে অনেক প্রকাশক কবির অনেক কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য বই প্রকাশ করেছেন। অনেক গ্রন্থে মুদ্রণ-বিভ্রাট ছাড়াও রচনার বিকৃতি ঘটেছে। এ পটভূমিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিটি গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য ও সুলভ সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। কপিরাইট আইন অনুযায়ী ও কবির উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক নজরুল ইন্সটিটিউট ক্রমান্বয়ে নজরুলের প্রতিটি গ্রন্থের নবতর সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই 'সর্বহারা'র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি রয়ে গেল। এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

যাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের এ গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক জন্যবাদা ও কৃতজ্ঞতা।

মুহম্মদ নুরুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অভিমানী	৯
বাঁশির ব্যথা	১৫
আশায়	১৬
সুন্দরী	১৭
মুক্তি	১৯
চিঠি	২৩
আরবি ছন্দের কবিতা	২৫
প্রিয়ার দেওয়া শরাব	৩৩
মানিনী বধূর প্রতি	৩৪
গান	৩৫
গরিবের ব্যথা	৩৬
তুমি কি গিয়াছ ভুলে	৩৮
হবে জয়	৪১
পূজা-অভিনয়	৪৫
চাষার গান	৪৭
জীবনে যাহারা বাঁচিল না	৪৯

দীওয়ান-ই-হাফিজ

গজল-১ : জাগো সাকি হাম্‌দরদী	৫৭
গজল-২ : বুক ব্যথানো বেণুর বেদন	৫৮
গজল-৩ : হা, এয় সা'কি, শরাব ভর লাও	৫৯
গজল-৪ : হে মোর সুন্দর ! চাঁদের চাঁদ মুখ	৬১
গজল-৫ : হাত হতে মোর হৃদয় যার	৬৩
গজল-৬ : মোর পাত্র মদ্য-রেশনায় কর্	৬৫
গজল-৭ : কোথায় সুবোধ সংযমী	৬৬
গজল-৮ : যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নী	৬৭

নমস্কার	৬৯

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি	৭১

www.pathagar.com

অভিমানী

টুকরো মেঘে ঢাকা সে
ছোট্ট নেহাৎ তারার মতন সাঁঝবেলাকার আকাশে
সে ছিল ভাই ইরান দেশের পার্বতী এক মেয়ে।
রেখেছিল পাহাড়-তলীর কুটিরখানি ছেয়ে
ফুল-মুলুকের ফুল-রানী তার এক ফোঁটা ঐ রূপে;
সুদূর হাওয়া পথিক হাওয়া ঐ সে পথে যেতে চুপে-চুপে
চমকে কেন থম্‌কে যেত, শ্বাস ফেলত, তাকে দেখে দেখে
যাবার বেলায় বনের বুকে তার কামনার কাঁপন যেত রেখে।

দুলে দুলে ডাকতো তারে বনের লতা-পাতা,
'তোর তরে ভাই এই আমাদের সারাটি বুক পাতা,
আয় সজনী আয়!'
কইত সে, 'সই'! এমন্‌ই ত বেশ দিন-রজনী যায়,
তোদের বুক যে বড্ডো কোমল, তোরা এখন কচি,
কাজ কি ভাই, এ কঠিন আমার সেথায় শয়ন রচি?
বলেই চোখের জল-কণাটির লাজে
মানিনী সে বন-বিহগী পালিয়ে যেত গহন বনের মাঝে।
কাঁদন-ভরা বিদ্রোহী সে মেয়ের চপল চলায়
শুক্‌নো পাতা মর্‌মরিয়ে কাঁদ্‌তো পায়ের তলায়।
দোল্‌-ঢিলা তার সোহাগ-বেণীর জরিন ফিতার লোভে
হরিণগুলি ছুটতো পাছে কে আগে তায় ছোঁবে।
আচম্‌কা তার নয়না পানে চেয়ে সুদূর হতে
ভির্মি খেত হরিণ-বালা মূর্ছা যেত পথে।
বনের মেয়ে বনের সনে এম্‌নি করে থাকে
একলাটি হায়, জান্‌ত না কেউ তাকে।
দিন-দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না তার,
তবু কিন্তু ভাবতো সে, "ভাই,
আর কি আমার চাই?

www.pathagar.com

বনের হরিণ, তরুলতা এই তো সব আমার,
আকাশ, আলো, নিঝর, নদী, পাহাড়-তলীর বন
এই তো আমার সবই ভাল সবাই আপন জন।
নাই বা দিল কেউ এসে গো একাকিনী আমার ব্যথায় সান্ত্বনা!"

বলেই কেন ঠোঁট ফুলাতো; হায় অভাগী জান্‌ত না
পলে পলে আপনাকে সে দিচ্ছে ফাঁকি কতই–
অথই মনের থই মেলে না বুঝতে সে চায় যতই।
(দুষ্ট) একটি দেব্‌তা তখন ফুল-ধনুটি হাতে
বধূর বুকে পড়ত লুটি' হেসে ফুল-কুঁড়িদের ছাতে।
বুঝ্‌ত না তার কি ছিল না, পিষছে বুকের তলা,
ভাবত আমার কাকে যেন অনেক বলার আছে
এখনো তার হয়নি কিছুই বলা।
এম্‌নি করে ভার হল গো ক্রমেই বালার একাকিনী জীবন-পথে চলা।

কুঁড়ির বুকে প্রথম এবার কাঁদ্‌ল সুরভি
জাগল ব্যথা-অরুণ, যেন বেলা-শেষের করুণ পূরবী।
একটুখানি বুকটি তাহার অনেকখানি ভালোবাসার গন্ধ-বেদনাতে
টন্‌টনিয়ে উঠলো, ওগো, স্বস্তি নাই আর কোথাও দিনে রাতে।
কস্তুরী সে হরিণ-বালা উন্মনা আজ উদাস হয়ে ফিরে
নাম-হারা ক্ষীণ নিঝর-তীরে-তীরে।
বুঝল না হায়, কি তার ক্ষুধা, বুক যেন চায় কি,
সে বুঝি বা অনেক দূরের সুদূর পারের বাঁশির সুরের ঝি।

এম্‌নি করে কাটে বেলা–
শুধু কেন হঠাৎ কখন হায় ভুলে সে খেলা,
চেয়ে থাকে অনেক দূরে, চোখ ভরে যায় জলে,
কে যেন তার দূরের পথিক বিদায়-বেলায় 'আসি তবে' বলে
গেছে চলে ঐ অজানা অনেক দূরের পথে
আকাশ-পারে চড়ে কুসুম-রথে।
ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীও পথ জানে না তার,
কতই সে পথ সুদূর ওগো কতই সে যে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার।

www.pathagar.com

আজ সে ভাবে মনে,
(ভাব্‌তে ভাব্‌তে কেন ওঠে ক্ষণে ক্ষণে)–
পারি নি ক' বাসতে অনেক ভালো সে-বার তারে,
অভিমানে তাই সে চলে গেছে সুদূর পারে।
এবার এলে ছায়ার মতন ফিরবো সাথে সাথে,
খুবই ভালো বড্ডো ভালো বাস্‌বে তারে–
ভাবতে সে আর পারে না ক'
চম্‌কে দেখে ছুটছে নিযুত পাগল-ঝোড়া যুগল নয়ন-পাতে।

দিনের পরে দিন চলে যায়
এম্‌নি করেই সুখে-দুঃখে, হায়!
একদিন না সাঁঝ-বেলাতে ঝর্না-ধারে ঘর না গিয়ে সে–
কিসমিস আর আঙুর ক্ষেতে ধন্না দিয়েছে।
গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুর্মা-টানা ডাগর-পানা,
শুনছিল গান ঘাসের বুকে এলিয়ে পড়ে বনের যত হরিণ-ছানা।
বীণ ছাপিয়ে উঠছিল মীড় নিবিড় গমকে–
আজ যেন সে আনবে ডেকে গানের সুরে সুদূরতমকে।
সুর-উদাসী ঘূর্ণি বায়ু নাচছিল তায় ঘিরে ঘিরে,
বুল্‌বুলি সব ঘয়েল হয়েছিল সুরের তীরে।
সেদিন পথিক দেখ্‌লে তারে হঠাৎ সেই সে সাঁঝে,
বল্‌লে, "আমার চেনা কুসুম কেমন করে ফুট্‌লো ওগো
নামাহারা এই সুদূর বনের মাঝে?"

অভিমানে অশ্রু এসে কণ্ঠ গেল চেপে,
রুধ্‌তে গিয়ে সে জল আরো নয়ন-জলে উঠলো দু'চোখ ছেপে।
আজকে আবার পড়লো তাহার মনে
সে-বার অকারণে
কেন দিয়েছিল আমায় অনাদরের বেদন
এই সে মেয়ে, সবার চেয়ে আপন আমার যে-জন।
সইতে সে গো পারে নি ক' আমার ভালবাসা,
তাই সে-বারে মধ্যদিনেই শুকিয়েছিল আমার সকল আশা।
আজো কি হায় তবে
ভালবেসে অবহেলা অনাদরই সইতে শুধু হবে?
জাঁতা দিয়ে কে যেন তায় বিপুলভাবে পিষ্‌লে কল্‌জে-তল,
দারুণ অভিমানে সে তাই বল্‌লে "ও মন, আবার দূরে আরো দূরে চল্।"

www.pathagar.com

আরেকটি দিন ঊষায়
বনের মেয়ে বাহির হল সেজে সবুজ ভূষায়।
আঙুর পাকার লাবণ্য আর ডালিম ফুলের লাল
রাঙিয়ে দিল মৌনা মেয়ের দুইটি ঠোঁট আর গাল।
মউল ফুলের মন-মাতানো বাসে
শিশির-ভেজা খস্‌খস্‌ আর ঘাসে
যৌবনে তার ঘনিয়ে দিল কেমন বেদনা সে।
সেদিন নিশি-ভোর
পথহারা সেই পথিক বেশে এলো মনোচোর।
চোখভরা তার অভিমানের ঘোর।
অনেক দিনের অনেক কথাই উতল বাতাস লেগে।
হৃদ্‌-পদ্মায় চড়ার মতন উঠ্‌লো জেগে জেগে।
তাই সে আবার উঠ্‌লো গেয়ে দূরে যাবার গান,
গভীর ব্যথায় বনের মেয়ের উঠ্‌লো কেঁদে প্রাণ।
বল্‌লে, "প্রিয়তম,
ক্ষম আমায় ক্ষম!"
"তোমায় আমি ভালবাসি"–এই কথাটি তবু
কোনোমতেই কভু
বলতে নারে হতভাগী, বুক ফেটে যায় দুখে!
কইতে-নারার প্রাণ-পোড়ানি কণ্ঠ শুধু রুখে!
মূক হল গো মৌন ব্যথায় মুখর বনের বালা,
কাজের জ্বালা জ্বালিয়ে দিল অনেক আশার গাঁথা কুসুম-মালা।

আজ সকালে ফুল দেখে তার কেন
বুকের তলা মোচড়ে ওঠে যেন।
এক নিমিষের ভুলের তলে ফুলমালা আজ শূলের মত বাজে।
মনে পড়ে, কখন সে এক ভুলে–যাওয়া সাঁঝে
পথিক-প্রিয় চেয়েছিল তাহার হাতের মালা;
এতই কি রে পোড়া লাজের জ্বালা?
অভাগিনী পারে নিক' রাখতে সেদিন প্রিয়ের চাওয়ার মান!
অম্‌নি তাহার দয়িত্‌-হিয়ায় জাগ্‌লো অভিমান–
হঠাৎ হলো ছাড়াছাড়ি–
ভালোবাসা রইলো চাপা বুকের তলায়, অভিমানটি নিয়ে শুধু হল
জীবন-ভরে চল্‌লো আড়াআড়ি।

www.pathagar.com

আগুন-পাথার পেরিয়ে পথিক যখন অনেক দূরে কাঁদ্‌লো ব্যথার সুরে
বনের মেয়ের ভালোবাসা নাম্‌লো তখন বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারার মত,
অ-বেলা হায় সময় তখন গত!
সকাল-সাঁঝে নিত্যই এম্‌নি করে
ভাব্‌তো এবার পথিক-বঁধু আসবে বুঝি ঘরে।
পথ-চাওয়া তার শেষ হলো না, পথের হলো শেষ,
হঠাৎ সেদিন লাগ্‌লো বুকে যমের ছোঁয়ার রেশ।
সব হারিয়ে হতভাগী পাড়ি দিল, "সব-পেয়েছি"-র দেশে
তৃপ্তি-হারা তৃষ্ণা-আতুর মলিন হাসি হেসে।

হায় রে ভালোবাসা!
এম্‌নি সর্বনাশা
ভালোবাসার চেয়ে শেষে অভিমানই হয়ে ওঠে বড়,
ছাড়াছাড়ির বেলা দোঁহে দুইজনারই আঘাতগুলোই বুকে করে জড়!
এম্‌নি তারা বোকা,
ভাবে না ক' এই বেদনাই সুখ হয়ে তার মনের খাতায় রইবে লেখা-জোকা।
জীবন-পথে ক্লান্ত পথিক ঘরের পানে চেয়ে
অনেক দিনের পরে এলো বনের পানে ধেয়ে।
পড়লো সেদিন অভিমানের মস্ত দেওয়াল ভেঙে,
দেখ্‌লো আহা, উঠেছে কি লাল লালে লাল ব্যথায় হিয়া রেঙে!
নিজের উপর নিজের নিদয় নির্মমতার শাপে
কল্‌জেতে সব ছিন্ন শিরা,
মর্ম-জোড়া ঘা শুধু আর বাঁধন-ছেঁড়ার গিরা,
আজ নিরাশায় মুহুর্মুহু বক্ষ শুধু কাঁপে!
ছুটে এলো হা হা করে তাই,
আজ যে গো তার অ-পাওয়াকে বুকে পাওয়াই চাই।

ছুটে এলো মানিনী সেই চপল বালার আঁধার কুটির-কোণে–
হায়, অভাগী গিয়েছিল চলে তখন যমের নিমন্ত্রণে!
ইরান দেশের ওপারে সে কোকাফ্‌ মুল্লুকে
নাশ্‌পতি আর খোর্মা খেজুর কুঞ্জে ঘুরলো সে।
হায়, সে কোথাও নাই,
ঝর্নাধারের কুটিরে তার ফিরে এলো তাই।

www.pathagar.com

আল্‌বোর্‌জের নীচে
বাঁধ-দেওয়া সে ক্ষীণ ঝর্নার নীল শেওলা ছিঁচে।
বাঁধ মানে না, চোখ ছেপে জল ঝরে,
অভাগী আজ ফুটে আছে গোলাপ হয়ে ঘরে।
বনের মেয়ে কইতে নেরে বুকের চাপা ব্যথা,
রক্ত-রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেথা।
আর ঐ পাতা সবুজ–
ও বুঝি তার নতুন-পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুঝ!
ভাগ্যহত পথিক-যুবার শেষের নিশাস উঠ্‌লো বাতাস ছিঁড়ে',
সে সুর আজো বাজে যেন সাঁঝের উদাস পূরবীটির মীড়ে।
নেই ক' কোন ইতিহাসে লেখা,
এই যে দু'টি চির-অভিমানী
ওগো কোথায় আবার হবে এদের দেখা!

www.pathagar.com

বাঁশির ব্যথা

[রুমী]

শোন্ দেখি মন বাঁশের বাঁশির বুক ব্যেপে কি উঠ্ছে সুর,
সুর ত নয় ও, কাঁদচে যে রে বাঁশির বিচ্ছেদ-বিধুর
কোন্ অসীমের মায়াতে
সসীম তার এই কায়াতে।
এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুম্‌রে তায়,
হায়রে, সে যে সুদূর আমার অচিন-প্রিয়ার চুম্‌তে চায়।
প্রিয়ায় পাবার ইচ্ছে যে,
উড়্ছে সুরের বিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

আশায়

[হাফেজ]

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই-কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেম্‌নি বিভোর থাক্‌ রে প্রিয়ার আশায়
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোর এ নাসায়।
বরষ-শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অম্‌নি অবুঝ হরষ।

www.pathagar.com

সুন্দরী

সুন্দরী গো সুন্দরী!
ঘরটি তোমার কোন্ দোরী?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কোন সে পথের বাঁকটিতে
কল্‌সি নিয়ে কাঁখটিতে,
থম্‌কে যাও আর চম্‌কে চাও
দুলিয়ে বাহু কুন্দরি?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কুঞ্জি কই সে কুঞ্জরী–
যার হিয়াটি অঞ্চলে
আকুল তোমার অঞ্চলে?
সাতনোরী আর পাঁচনোরী হার
কোন্ পথে যায় গুঞ্জরি'?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কোন্ মন ওঠে মুঞ্জরি'–
কেশের তোমার সৌরভে,
পরশ পাওয়ার গৌরবে?
তূন ভরি' ভ্রূর গুণ্ ধরি'
কর্‌ছো শিকার কোন্ পরী?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কোথায় সে বাও কোন্ তরী?
উত্তরীয় সঞ্চরি'
করছে হাওয়ার মন চুরি,
অপ্সরী আর হুর-পরী
চল্‌ছে তরীর গুণ্ ধরি,
সুন্দরী গো সুন্দরী!

www.pathagar.com

শাড়ির পাড়ে কোন্ জরি?
কর্ণে দোদুল দুল্ দুলে,
গাল দেখে পারুল ভুলে,
চুম্‌চে ছলে বুল্‌বুলে গো
মুখ ভুলে ফুল্-পুঞ্জরি।
সুন্দরী গো সুন্দরী!

ভার কেন আজ মন তোরি?
কিন্নরী ও হুর-পরী
তুল্য তোমার কোন্ গোরী?
কোন্ জনে দেয় মন-বেদন্ এ–
খায় কাঁচা খুন্ ঘুণ ধরি'?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

করলো সে কে মন চুরি?
মনটি তোমার উন্মনা,
মন-চোরা সে কোন্ জনা?
আফসোস্ উঁহুঁ! আর নেই আঁসু!
উঠছে আঁখে খুন ভরি'।
আর কেঁদো না সুন্দরী!
সুন্দরী গো সুন্দরী
ঘর তোমার ভাই কোন্ দোরী?

www.pathagar.com

মুক্তি*

রানীগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে–
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে।
তেমাথার সেই 'দেখাশুনা' স্থলে
বিরাট এক নিম্ব গাছের তলে,
জটাওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা,
গাঁজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হত ব্যথা।
বাবাজিদের 'ধুনি' দেওয়ার তাপে–
না সে তাপের প্রতাপে–
গাছে মোটেই ছিল না ক' পাতা,
উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা।
ভুলে যাওয়ার সে কোন্ নিশিভোর,
'আজান' যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,
অবাক হয়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
শুক্‌নো নিমের গাছটা গেছে ফলে-ফুলে ছেয়ে!
বাবাজিরাও তল্পি বেঁধে রাতেই
সট্‌কেছেন সব; বোধ হয় পড়েছিলেন বেজায় কাতেই।

অত ভোরেও হোথা
হট্টগোলের লাগল একটা বিষম জনতা।
কিন্তু দেখে লাগল সবার তাক্
এ কোন্ মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্বাক?
সে কি ভীষণ মূর্তি!
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল
গোলমাল সব স্ফূর্তি।

---

* ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালে এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিত-রূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত-বাঁধা ফকিরের মাজার শরিফ' বলিয়া কথিত হয়। – লেখক।

www.pathagar.com

জট-পাকান বিপুল জটা,
মেদিনী-চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে এক যেন জটিলতার সৃষ্টি–
'অনায়াসে সইতে পারে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি।
পা দুটো তায় বেজায় খাটো–বিঘৎ খানিক মোটে,
দম্ভ-প্রাচীর লঙ্ঘি' অধর ছুঁতেই পায় না ঠোঁটে,
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় খাঁদা,
মস্ত দুটো লোহার শিকল, দিয়ে হাত দুটো তার
সব সময়ই বাঁধা,
ভাষাটা তার এতই বাধো বাধো
কইলে কথা বোঝাই যায় না আদৌ।
ও-পথ বেয়ে যেতে
দুষ্টু ছেলে যা' তা দেয় খেতে,
ফকিরও সে এমনি সোজা নেবেই তা মুখ পেতে
বিষ হোক অমৃত হোক।
দেখে অবাক লোক!
শহরে সে কতই কানাঘুষি,–
কেউ বলে, 'চাঁদ তল্পি বাঁধ, তুমি শুধুই ভুসি।'
কেউ বলে, 'ভাই, কাজ কি বকাবকির?
হতেও পারে জবরদস্ত ফকির!'
এই রকম নানান কথা বলে যার যা খুশি!
মৌন ফকির হাসে মুচকি হাসি!

*　　*　　*

দেখতে দেখতে এম্‌নি করে
নিম গাছটার দু'বার পাতা গেল ঝরে।
ফকির তেম্‌নি থাকে–
হঠাৎ সেদিন সেই পথেরি বাঁকে
নিশি-ভোরেই
বোঝাই গরুর গাড়ি হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই
খোট্টা গাড়োয়ান
ভৈরবীতে গেয়ে গজল-গান।

www.pathagar.com

'হো হো' করে হঠাৎ ফকির উঠল বিষম হেসে।
গাড়ি-শুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে এসে
পড়ল হঠাৎ ফরিরেরই ঘাড়ে,
চাকা দুটো চলে গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড়মড়িয়ে উঠলো পাঁজর যত!–
গাড়োয়ান তো বুদ্ধিহত
ক্ষ্যাপার মত ছুছোছুটি করছে থতমত!
পুলিশ ছিল কাছেই
গাড়োয়ানের ধরে বাঁধল ঐ নিম্ব গাছেই।
লাগল হুড়োহুড়ি–
তেমন ভোরেও লোক জম্‌ল সারাটা পথ জুড়ি'।
রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বন্ধ দুটি হাত
থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত,
হয়নি মুখে আদৌ ব্যথার কোমল কিরণ-পাত;
স্নিগ্ধ দীপ্তি সে কোন্ জ্যোতির আলোয়
ফেললে ছেয়ে বাইরের সব কুৎসিত আর কালোয়,
সে কোন্ দেশের আনন্দ-গীত বাজ্‌ল তারি কানে,
সেই-ই জানে,–
শিশুর মত উঠল হেসে চেয়ে শূন্য পানে।
ধ্যানমগ্ন ফকির হঠাৎ চম্‌কে উঠে চায়,
কুণ্ঠিত সে গাড়িওয়ালা গাছে বাঁধা, হায়!
প্রহার-ক্ষতে রক্ত বয়ে যায়!
আকুল কণ্ঠে উঠল ফকির কেঁদে,–
ওগো, আমার মুক্তিদাতায় কে রেখেছে বেঁধে?
এ কোন্ জনার ফন্দি,–
বাঁধন যে মোর খুলে দিলে তায় করেছে বন্দী?
ভোরের সারা আকাশ-আলো ব্যেপে
উঠলো কেঁপে কেঁপে
দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষ্যন্দী!
চিরবদ্ধ হাতের শিকল অমনি গেল খুলে,
ঝুলি হতে দশটি টাকা তুলে
লাল-পাগড়ির হাতে গুঁজে বললে, "শুন ভাই,
কোনো দোষ এর নাই,

www.pathagar.com

নির্দোষ এ অবোধ গাড়োয়ান,
এ ম'লে যে করবে সাথে তিনটি ছোট্ট জান্!"
নিমের ডালে হাজার পাখি উঠল গেয়ে গান!
পায়ে ধরে কেঁদে পুলিশ কয়,
"এও কখন হয়?
ওগো সাধু, অর্থ-লালসায়
আমি শুধু হব কি আজ বঞ্চিত দয়ায়?
তা হবে না কভু,
পরশমণির বিনিময়ে পাথর নেব প্রভু?"
বুক বেয়ে তার ঝরে অশ্রুনীর–
দু'হাত ধরে তুলে তায় ফকির
বলে, "বাবা, মোছ্ এ অশ্রুলোর,
মুক্তি হবে তোর।
ঐ যে মুদ্রাগুলি
গাড়োয়ানে দে তুলি'!"–
নিম্ব গাছের সকল পাতা
ঝর্ঝরিয়ে পড়ল ঝরে–আর হল না কথা।

www.pathagar.com

চিঠি

বিনু!
তোমায় আমায় ফুল পাতিয়েছিনু,
মনে কি তা পড়ে?–
যেদিন সাঁঝে নতুন দেখা বোশেখ মাসের ঝড়ে
আম বাগানের একটি গাছের তলায়
দুইটি প্রাণই দুলেছিল হিন্দোলের দোলায়?
তুমি তখন পা দিয়েছ তরুণ কৈশোরে
দোয়েল-কোয়েল-ঘায়েল করা করুণ ঐ স্বরে
জিজ্ঞাসিলে আব্‌ছায়াতে আমায় দেখ–"কে?"
সে স্বরে মোর অশ্রুজল চক্ষু ছেপে যে!
বলতে গিয়ে কাঁপলো আমার আওয়াজ,–"বিনু, আমি!"
চম্‌কে তুমি লাল করে গাল্ পথেই গেলে থামি'।
আঁখির ঘন কালো পল্লবে
চটুল তোমার চাউনি চোখের হঠাৎ নিব্‌ল যে!
পানের পিকে-রাঙা হিঙুল বরণ
আকুল অধর আলতা-রাঙা চরণ,
শিউরে শিউরে উঠলো কেঁপে অভিমানের ব্যথায়,
বরষ পরে এমন করে আজ যে দেখা হেথায়!
নলিন-নয়ান হয়ে মলিন সজল
মুছ্‌লে তোমার চোখের কালো কাজল!

*　　*　　*　　*

তারপর ঘেরে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি করকায়
অভিমান আর সঙ্কোচেরই নিদয় 'বোরখা'য়
উড়িয়ে দিল; কেউ জানিনি কখন দু'জনে
অনেক আগের মতই আবার আকুল কুজনে
উঠেছিনু মেতে!
তারপর হায়, ফিরে এনু আবার ঘরে রেতে

www.pathagar.com

আম বাগানের পাশের ক্ষেতে বদল করে মালা,–
ফের বিদায়ের পালা!
দু'জনারই শুধু ফুলের মালার চুম্বনে
ছাড়াছাড়ি হল কেয়ার সেই নিঝুম বনে।
হয়নি ত আর দেখা,
আজো আশায় বসেই আছি একা
সেই মালাটির শুক্‌নো ফুলের বুক্‌নোগুলি ধরে
আমার বুকের পরে।
এ তিন বরষ বিনা কাজের সেবায় খেটে যে
কেউ জানে না, বিনু, আমার কেমন কেটেছে!
আজো তেম্‌নি কান্না–ধোওয়া সজল যে জ্যোৎস্না,
তেম্‌নি ফুটছে হেনা-হাস্না,–
তুমিই শুধু নাই!
সিন্ধুপারের মৌন-সজল ইন্দুকিরণ তাই
তোমার চলে যাওয়ার দেশে যেতে
অভিসারের গোপন কথা এনেছে এ রেতে!
সেবার এবার শেষ হয়েছে, আজ যে কাজের ছুটি,
তাইতে, বিনু, হেসে কেঁদে খাচ্ছি লুটোপুটি!
অচিন দেশে আগের স্মৃতি নাই বা যদি জাগে,
তাইতো বিনু চিঠি দিনু আগে।
এখন শুধু একটি কথা প্রিয়,
বিচ্ছেদেরও বেদন দিয়ো–বুকেও তুলে নিয়ো।
ব্যথায়-ভরা ছাড়াছাড়ি মিলন হবে নিতি,
সেথাও মোদের এম্‌নি করে, প্রিয়তম!–ইতি।

www.pathagar.com

আরবি ছন্দের কবিতা

[আরবি ছন্দ যেমন দুরূহ, তেমনি তড়িৎ-চঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চম্‌কে-ওঠা ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রকমের নয়,–তা একটু বেশি মন দিয়ে দেখলে বা পড়লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।

আরবি ছন্দ-সূত্রের যেখানে যেখানে × চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।]

১. হজয্।

সূত্র : { "মফা আয়্‌লুন মফা আয়্‌লুন
মফা আয়্‌লুন মফা আয়্‌লুন।"

(× চিহ্ন: প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে দুই "আয়্‌লুন"-এর উপরে)

কটির কিঙ্কিণ্
চুড়ি শিঞ্জিন্
বাজায় রিন্ ঝিন্
ঝিনিক রিন্ রিন্।

কাঁকন্-কম্পন্
আকুল কন্‌কন্
নাচায় মোর মন,
অধীর দিন দিন।

২. বরজ্।

সূত্র : { "মস্‌তফ্ আলুন্ মস্‌তফ্ আলুন্
মস্‌তফ্ আলুন্ মস্‌তফ্ আলুন্।"

www.pathagar.com

বিল্‌কুল নদীর
মন্ আজ অধীর,
ছল্‌ছল্ দু'তীর
চঞ্চল্ অথির।
বর্ষার মাতন
প্রাণ্ উন্‌মাদন,
ঝঞ্ঝার কাঁদন
শন্‌শন্ গতির

৩. রমল্।

×× × ×
সূত্র : { "ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্
×× × ×
ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন।"

খাম্‌খা হাঁসফাঁস
দীর্ঘ নিশ্বাস,
নাই রে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।
হাস্‌তে প্রাণ চায়,
অম্‌নি হায় হায়
বাজ্‌লো বেদ্‌নায়
ক্রন্দন উচ্ছ্বাস।

×
৪. মোতা কারেব।

× ×
সূত্র : { ফাউলুন্ ফাউলুন্
× ×
ফাউলুন ফাউলুন্।

www.pathagar.com

কলস-জল!
আবার বল্–
ছলাৎ ছল্
ছলাৎ ছল্!
রিনিক ঝিন্
রিনিক রিন্
বলুক ফিন্
কাঁকন মল।

×

৫. সরীএ।

সূত্র : { "মস্‌তফ্ আলুন্ অস্‌তফ্ আলুন্
×
মফ্ উলাতুন।"

লোকজন বেবাক্
একদম অবাক্
এম্‌নি গায় গান!
কণ্ঠের গমক্
চম্‌কায় চমক
বিজ্‌লি ঝঞ্ঝায়।

×

৬. খফীফ্।

× ×
সূত্র : { "ফাএলাতুন্ মোস্‌তাফ্ আলুন
× ×
ফাএলাতুন্।"

আস্‌লো ফাল্গুন আস্‌মান জমিন
হাস্‌লো বিল্‌কুল।
গাইলো বুল্‌বুল্ শোন্ ওই অলস
ওঠ্ রে খিল্ খুল্।

www.pathagar.com

৭. মষ্‌তস্‌।

সূত্র : "মস্‌তফ্‌ আলুন্‌ ফাএলাতুন্‌।
মস্‌তফ্‌ আলুন্‌ ফাএলাতুন্‌।"

সই তুই শুধাস–কেমন কই হায়,
প্রাণ্‌ মন্‌ উদাস কোন্‌ সে বেদ্‌নায়।
উন্মন্‌ হিয়ার ক্লান্ত ক্রন্দন্‌
কোন্‌ মোর পিয়ার বক্ষ-পুট চায়।

৮. মোজারা-ই।

সূত্র : মফাআয়লুন্‌ – ফাএলাতুন্‌
মফাআয়লুন্‌ – ফাএলাতুন্‌।

ডাগর চোখ তোর বিজ্‌লি চঞ্চল,
কাহার চিন্তায় কান্না ছলছল?
হিঙুল্‌ লাল্‌ গাল পাংশু পাণ্ডুর,
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

৯. কামেল্‌।

সূত্র : মোতাফাআলুন্‌ মোতাফাআলুন্‌
মোতাফাআলুন্‌ মোতাফাআলুন্‌

কুহু-তান মদির
করে প্রাণ অধীর,
জেগে ওঠ্‌ অলস
চেয়ে দ্যাখ্‌ বধির!

www.pathagar.com

মন-আগুন দ্বিগুণ
এ যে ফাল্গুন
এ যে সেই বাসর
মদন আর রতির !

১০. ওয়াফের্।

×   ×
সূত্র : { মোফাআল্তুন মোফাআল্তুন
×   ×
মোফাআল্তুন মোফাআল্তুন

কানের তার দুল্ দোদুল দুল্ দুল্
কোথায় তার তুল্ কোথায় তার তুল্?
দুলের লাল্চায় গালের লাল ছায়
শরম পায় গাল নধর তুল্তুল্।

×
১১. মোত্দারিক।

×   ×
সূত্র : { ফাএলুন্ ফাএলুন্
×   ×
ফাএলুন ফাএলুন

তোর অথই
মন যতই
জিন্তে চাই
সই ততই
পাইনে থই,
পাইনে থই।
মন শুধায়
কই সে কই?

www.pathagar.com

×
১২. তবীল।

×   ×
সূত্র : "ফউলুন্ মোফাআয়্লুন্
×   ×
ফউলুন্ মোফাআয়্লুন্।"

চোখের চল!
আবার আয় ভাই,
হিয়ায় মোর
সোহাগ তোর চাই।
তুহার তুল্
দরদ বুঝ্বার
আপন জন
এমন কেউ নাই ॥

×
১৩. মদীদ।

××   ×
সূত্র : ফাএলাতুন ফাএলুন্!
××   ×
ফাএলাতুন ফাএলুন্।

হায়, এ কান্নার
নাইক শেষ,
কই মা শান্তির
কোন্ সে দেশ?
কোন্ সে দূর পথ
অন্তে হায়
পান্থ-বাস যায়
নাই মা ক্লেশ।

www.pathagar.com

×
১৪. বসীত।

×
সূত্র : { "মোস্‌তাফআলুন্ ফাএলুন্
×
মোস্‌তাফআলুন্ ফাএলুন্।"

কোন্ বন্ এমন
শ্যাম শোভায়
প্রাণ্-মন্ জুড়ায়
চোখ ডুবায়?
বুল্‌বুল্ ভোমর
বন-বিহ্‌গ
চঞ্চল এমন
আর কোথায়?

×
১৫. মন্‌সরহ্।

××
সূত্র : { "মফ্‌উলাতুন্ মস্‌তফ্‌আলুন্
××
মফ্‌উলাতুন্ মস্‌তফ্‌আলুন্।"

বাদ্‌লা-থম্‌থম্
তার ঘোর নিশীথ,
মেঘ্‌লা মাঘ মাস
হায় হায়, কি শীত!
শূন্য ঘর মোর
নাই কেউ দোসর–
ঝুরছে বায় হায়–
অন্তর তৃষিত!

www.pathagar.com

×

১৬. করীব।

× × ×

সূত্র : "মফাআলুন্‌ম ফাআলুন্ ফাএলাতুন্।"

জীবব-সাধন
প্রাণের বাঁধন–
হায় সে কান্নাই।
পেলেম আদর
পেলেম সোহাগ,
মন্‌টি পাই নাই।

×

১৭. যদীদ্।

×× ×× ××

সূত্র : "ফাএলাতুন্ ফাএলাতুন্ মফাআয়্‌লুন।"

রক্ত-লাল বুক
সিক্ত চোখ মুখ
হাসায় লোক ভাই।
ছিন্ন-কণ্ঠের
কান্না শুন্‌বার
ধরায় কেউ নাই।

১৮. মশাকেল্।

সূত্র : "ফাএলাতুন্ মফাআয়্‌লুন্ মফাআয়্‌লুন্।"

আজ্‌কে শেষ গান
বিদায় তারপর
বিদায় চাই ভাই!
বেদনা সইতেই
জনম যার, নাই
শান্তি তার নাই!

www.pathagar.com

প্রিয়ার দেওয়া শরাব*

কোঁক্‌ড়া অলক মূর্ছেছিল ঘাম-ভেজা লাল্ গাল ছুঁয়ে,
কাঁপছিল, সে যার যেন বায় ঝাউ-এর কচি ডাল নুয়ে।
কম্পিত তার আকুল অধর-পিষ্ট ক্লেশে সামলে নে
শরাব্-ভরা সোরাই হাতে গভীর রাতে নাম্‌লে সে।
দরদ্-ভিজা মিহিন সুরে গাইল গজল আফ্‌সোসের,
চোখ্ দু'টি নীর-সিক্ত যেন ফাল্গুন-বুকে ছাপ পোষের!
কোন্ বেদনার কন্টকে গো বুকের বসন দীর্ণতার,
ছিন্ন-তারের সেতার-সম কণ্ঠে বাণী ক্ষিণ্নতার!
এলিয়ে দিয়ে আমার পাশে ব্যথায় বিবশ ম্লান তনু
কইল ক্লেশে, 'কান্ত আমার আমার চেয়েও ক্লান্ত, উঃ!"
শঙ্কা-আকুল মুখটি শেষে কানের কাছে চুমিয়ে সে
জিজ্ঞাসিল, "আজ কি তবে শ্রান্ত আশেক্ ঘুমিয়েছে?"
ঘুমিয়ে সে কে রইতে পারে কান্তা এসে ডাক দিলে,
নিঝুম্ ঘুমে ঘুমন্তেরও মুখ ফোটে যে – বাক্ মিলে! ...
কম্পিত বাম্ হাতটি থুয়ে স্পন্দিত মোর বুক্‌টিতে
শরাব্ নিয়ে আরেক হাতে কইল চুমুক একনিতে।
বেহেশ্‌তি সে শরাব, না তা' আঙুর-গলা রস ছিল,
জিজ্ঞাসি নাই, – কানে শুধু মিনতি তার পশ্‌ছিল।
এমনি বেশে মুক্ত কেশে এমনি নিশুনি রাত্তিরে
শরাব্ নিয়ে এসে প্রিয়া রাখ্‌লে বুকে হাত ধীরে,
প্রেমের এমন বেদিল্ কাফের কে আছে গো বিশ্বে সে
শরাব্ সোরাই এক নিশেষে পান করে না নিঃশেষে?
ওগো কাজী, খাম্‌খা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে?
ভাঙ্‌তে পারে পিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো তৌবাকে!

---

* হাফিজের "জুল্‌কে আ-শাফ্‌তা ও থুয়ে জর্দা ও যান্দানে লবেমস্ত্" শীর্ষক গজলের ভাবাবলম্বনে।

www.pathagar.com

মানিনী বধূর প্রতি

মূক্ করে ঐ মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না!
মলিন্ নয়ান্ ফুলের বয়ান্ মলিন্ এ-দিনে
রাখ্‌তে পারে কোন সে কাফের্ আশেক্ বেদীনে?
রুচির্-চারু পারুল্ বনে কাঁদছে একা যুঁই,
বনের মনের এ বেদনা কোথায় বল থুই?
হাসির-রাশির এক্‌টি ফোঁটা অশ্রু অকরুণ,
হাজার তারার মাঝে যেন এক্‌টি কেঁদে খুন্!
বেহেশ্‌তে কে আন্‌লে এমন 'আব্‌ছা বেথার রেশ!'
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হুর পরীদের দেশ!
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিল্‌বে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন?
সরম টুটে ফুটুক্ কলি শিশির-পরশে
ঘোমটা ঠেলে কুণ্ঠা ফেলে সলাজ্ হরষে।

www.pathagar.com

গান

সুর–হিন্দুস্থানী-কাজ্‌রি

আজ নতুন করে পড়্‌লো মনে
মনের মতনে,
এই শাওন-সাঁজের ভেজা-হাওয়ায়
বারির পতনে।
কার কথা আজ তড়িৎ লিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন শিখায়?
ভোলা যে মোর দায় হল হায়
বুকের রতনে।

আজ উতল ঝড়ের কাত্‌রানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মৌন হল মুখর আমার মুখ!
জলো হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে,
অনেক কথা উঠ্‌লো জেগে,
তাই পরান আমার বেড়ায় মেগে
সে কার যতনে!
এই শাওন-সাঁজের ভেজা হাওয়ায়
বারির পতনে।

www.pathagar.com

*

গরিবের ব্যথা

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি,—
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি,
ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুণ্ন, তাতে জ্বরের ধুক্‌ধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে,
ক্ষুদ্ ঘাঁটা তাও জোটে না ক' সারাটি দিন খেটে,—
এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা মিঠাই খাজা?
ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে,
সে কি নীরব যাচ্ঞা করুণ ফোটে নয়নেতে!
তা দেখে ছি অকাতর কেম্‌নে গেলো অন্ন?
দাঁড়িয়ে পাশে ভুখা শিশু ধূলি-ধূসর বর্ণ।
রাখ্‌ছো যে চাল মরাই বেঁধে, চারটি তারই পেলে,
আ-লোনা মাড়-ভাত খেয়ে যে বাঁচে এ-সব ছেলে।
পোষাক তোমার তর-বেতরের, নেইক এদের তেনা,
যে-কাপড়ে মোছ জুতো, এদের তাও মেলে না।
প্যাঁট্‌রা-ভরা কাপড় তোমার, এরা মরে শীতে,
সারাটি রাত মায়ে-পোয়ে শুয়ে ছাঁচ্-গলিতে।
তেম্‌রা ছেলের চুমো খেয়ে হাস কতই সুখে,
এদের মা'রা কাঁদেই শুধু ধরে এদের বুকে।
ছেলের সখের কাকাতুয়া তারও সোনার দাঁড়
এরা যে মা পায় না গো হায় একটি চুমুক মাড়।
তোমাদের সব খোকাখুকির খেল্‌নার অন্ত নাই,
খেল্‌না ত মা ফেল্‌না – এদের মায়ের মুখে ছাই–
তেলও দেয়নি একটু মাথায়, চুল হলো তাই কটা,
এই বয়সে কঁচি শিশুর বাঁধলো মাথায় জটা!

www.pathagar.com

টো-টো করে রোদে ঘুরে বর্ণ হলো কালি,
অকারণে মারে ধরে লোকে দেয় আর গালি।
একটুকুতেই তোমাদের সব ছেলে কেঁদে খুন
বুক ফাটলেও কষ্টে তারা মুখটি করে চুন,
এই অভাগা ছেলেরা মা দাঁড়িয়ে রয় এক্‌টেরে,
কে বোঝে ঐ চাউনি সজল কী ব্যথা চাপ্‌ছে রে!
তোমাদের মা খোকার একটু গাটি গরম হলে,
দশ ডাক্তার দেখে এসে; এরা জ্বরে মলে–
দেয় না মা কেউ একটি চুমুক জলও এদের মুখে,
হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে!
আনার আঙুর খায় না গো মা রুগ্‌ণ তোমার ছেলে;
এরা ভাবে, রাজ্যি পেলুম মিছরি একটু পেলে।
তোমাদের মা খোকাখুকি ঘুমায় দোলায় দুলে,
এদের ছেলের ঘুম পেলে মা ঘুমায় তেঁতুল-তলে
এক্‌লাটি গে' মাটির বুকে বাহুয় থুয়ে মাথা;
পাষাণ-বুকও ফাটবে তোমার দেখ যদি মা তা!
দুঃখ এদের কেউ বোঝে না, ঘেন্না সবাই করে,
ভাবে, এ-সব বালাই কেন পথেই ঘুরে মরে?
ওগো, বড় মুদ্দই যে পোড়া পেটের দায়;
দুশ্‌মনেরও শাস্তি যেন হয় না হেন, হায়!
এত দুখেও খোদার নাকি মঙ্গলেচ্ছা আছে,
এইটুকু যা' সান্ত্বনা মা, এ-গরিবদের কাছে।

www.pathagar.com

তুমি কি গিয়াছ ভুলে

তুমি কি গিয়াছ ভুলে? –
তোমার চরণ-স্মরণ-চিহ্ন আজো মোর নদীকূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা!
মাঝে বহে স্রোত, দু'কূল জুড়িয়া চরণ-স্মরণ রেখা।
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে,
ও চরণ-লেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে।
ঊর্ধ্বে ধূসর সান্ধ্য আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের লেখা।
নিম্নে আমার শুনো বালুচরে তোমার চরণ-রেখা!

কূলে আসি' একা বসি'
তব মুখ-মদ-গন্ধের ফুলবন ওঠে নিশ্বসি'।
কূলে একা বসি ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে,
প্রভাতে যে পাখি উড়িল সে সাঁঝে ফিরিল না আর নীড়ে।
এই বালুচর শূন্য ধূসর আমার এ মরুভূমি,
কেন এ শূন্যে চরণ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলে তুমি?
হেরিনু, আকাশে ওঠেনিক চাঁদ–শূন্য আকাশ কাঁদে,
ও বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি ঐটুকু ক্ষীণ চাঁদে?

চলে যাওয়া দিনগুলি
মনে মানিক-মঞ্জুষা হতে খুলে দেখি, রাখি তুলি।
কতবার আসি ফিরে যাই বেয়ে তোমার দেশের নদী,
কত বধূ আসে জল নিতে সেথা তুমি আস যদি।
তোমার কলসি-হিল্লোল যদি মোর নায়ে এসে লাগে,
দু'টি চেনা চোখ সন্ধ্যা-দীপের মত যদি সেথা জাগে!...
কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছি,
তরণীতে কার চেনা বাঁশী শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।
আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোম্‌টা খসেছে, এলোখোঁপা গেছে খুলি।

www.pathagar.com

সর্পিল বাঁকা বেণী
ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের কতই না চেনাচেনি!
ঐ সে বেণীর বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছে আমার আঙুল দিয়া!–
দাঁড়ায়েছে আসি, সোনাগোধূলিতে আকাশ গিয়াছে ভরে,
পিছনের কালো বেণীতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে!
বাঁশিতে কাঁদিয়া ফিরিয়া এসেছি তরণী বাহিয়া দূরে,
আমার নিশাসে নাহি নেভে যেন প্রদীপ তোমার পুরে।...
ছল করে যবে জল নিতে যাও – নদী-তরঙ্গে হায়
তরঙ্গ কি গো দুলে ওঠে মনে, কলসি ভাসিয়া যায়?
নয়নের নীরে তুমি ডোব, ডোবে কলসি নদীর জলে?
অথবা কাঁখের কলসিই শুধু ডুবাতে শিখেছ ছলে?

যত চাই সব ভুলি,
আঁধার ভরিয়া ডাকে আঙনের তব ঝাউগাছগুলি।
তব আঙ্গুল-ইঙ্গিত যেন ওদের শীর্ণ শাখা,
হাহাকার করে আকাশে চাহিয়া, বাতাসে ঝাপটে পাখা!
ভুলিবার কথা ভুলে যাই, হায় বন্দিনী মোর পাখি,
পিঞ্জর-পাশে আসি যাই ফিরে, আকাশে থাকিয়া ডাকি!

ফিরে আসি একা নীড়ে
ক্লান্ত পক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরু-শিরে।
দশ দিক ভরে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে,
তুমি নাই তাই ঘিরিয়া সবাই বসে মোর আশে পাশে।
না চাহিতে কেহ পাখায় আমার বাঁধে অসহায় পাখা,
তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বেদনার বিষ মাখা।

আজ আমি অপরাধী,
অভিমান-জ্বালা নিবারিতে নিতি করি – কাঁদি!
যে আসে এ বুকে তাহারি হৃদয়ে তোমার হৃদয় খুঁজি,
খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়ে ফেলেছি মোর হৃদয়ের পুঁজি।
শূন্য আকাশে, ওঠেনাক চাঁদ, উল্কারা আসে ছুটে,
আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর-পুটে!

www.pathagar.com

তুমি যাও নাই ভুলে?
মম পথ পানে চাহ্ কি আজিও সন্ধ্যা-প্রদীপ তুলে?
নিবাও নিবাও ও সন্ধ্যা-দীপ, চাহিও না মোর পথে,
মরণের রথে উঠেছে – উঠিত যে তব সোনার রথে।
কুসুমের মালা দু'দিন শুকায়, থাক অতীতের স্মৃতি–
শুকাবে না যাহা–আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি!

www.pathagar.com

হবে জয়

আবার কি আঁধি এসেছে, হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দু'হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা!
করিয়ো না ভয়, হবে হবে লয়,
আপনি এ উৎপাত
আঙনের দুটো খড়কুটো লয়ে,
লুকোবে অকস্মাৎ!
উৎপাতে তার যদি সভা তব
ফুলবনের ফুল ঝরে,
নব বসন্তে নব ফুলদল
আসিবে কানন ভরে।
অসুন্দরের প্রতীক উহারা
ফুল ছেঁড়া শুধু জানে,
আগে যে চলিবে উহারা টানিবে
কেবলি পিছন পানে।
বন্ধু, ওদের উহাই ধর্ম,
তাই বলে তুমি আগে
চলিবে না ভয়ে? ফুটাবে না ফুল
তোমার কুসুম-বাগে?
অভিশাপ-শ্বাস দম্‌কা বাতাস
প্রদীপ নিবায় বলে
আলো না জ্বালায়ে রহিবে বসিয়া
আঁধার আঙিনা-তলে?
সূর্যে ঢাকিতে ছুটে যায় নভে
পায়ের তলার ধূলি,
সূর্য কি তাই লুকাবে আকাশে
আপনার পথ ভুলি?

www.pathagar.com

তড়িত-প্রদীপ জ্বালাইয়া আস
তোমরা বরষা-ধারা,
তোমাদের জলে সব ধূলো মাটি
নিমিষে হইবে হারা।
যে অন্তরের দীপ্তিতে তব
হাতের মশাল জ্বলে,
ফুৎকারে তাহা নিভিবে না,
চল আগে চল নব বলে!
পথ ভুলাইতে আসিয়াছে যারা
চাহিবে ভুলাতে পথ,
লজ্জিতে হবে উহাদের-রচা
মরু, নদী, পর্বত।
পিছনের যারা রহিবে পিছনে,
উহাদের চিৎকারে
তুমি কি বন্দী হইয়া রহিবে
আঁধারের কারাগারে?
মাথার ওপরে শত বাজ পাখি,
তবু পারাবত দল
আলোক-পিয়াসী চঞ্চল-পাখা
লুণ্ঠিছে নভতল।

বন্ধু গো, তোল শির!
তোমারে দিয়াছি বৈজয়ন্তী
বিংশ শতাব্দীর।
মোরা যুবাদল, সকল আগল
ভাঙিতে চলেছি ছুটি,
তোমারে দিয়াছি মোদের পতাকা,
তুমি পড়িও না লুটি।
চাহি না জানিতে – বাঁচিবে অথবা
মরিবে তুমি এ পথে,
এ পতাকা পয়ে চলিতে হইবে
বিপুল ভবিষ্যতে।

www.pathagar.com

তাজা জীবন্ত যৌবন-অভিযান –
সেনা মোরা আছি,
ভূমিকম্পের সাগরের মত
সুখে প্রাণ ওঠে নাচি;
চাহ বা না চাহ, মোরা যুবাদল
তোমারে চালাব আগে,
ব্যগ্র-চরণ চলিবে অগ্রে
আমাদের অনুরাগে!
মৃত্যুর হাতে মরে ত সবাই
সে-ই শুধু বেঁচে থাকে –
মানুষের লাগি যে চির বিরাগী,
মানুষ মেরেছে যাকে!

বিধাতার পরিহাস–
রচেছে মানুষ যুগে যুগে তার
অমানুষী ইতিহাস!
সব চেয়ে বড় কল্যাণ তার
করিয়াছে যে মানুষ,
তারেই পাথরে পিশিয়া মেরেছে
মেরেছে বিঁধির ক্রুশ!
যে-হাতে করিয়া এনেছে মানুষ
স্বর্গ-অমৃত-বারি,
সে হাত কাটিয়া ধরার মানুষ
প্রতিদান দিল তারি!
দেয় ফুল ফল ছায়া সুশীতল–
তরুরে আমরা তাই
ঢিল ছুঁড়ে মারি, ফুল ছিঁড়ি তার
শেষে শাখা ভেঙে যাই!
সেই অভমানে ফুটিবে না ফুল?
ফলিবে না তরুশাখে
সু-রসাল ফল? দিবে না সে ছায়া
যে আঘাত করে – তাকে?

www.pathagar.com

চন্দ্রে যাহারা বলে কলঙ্কী
চন্দ্রলোকেই বসি,
করুণায় হাসি দেখে তাহাদের
দিই না গলায় রশি!
অসহ সাহসে আমরা অসীম
সম্ভাবনার পথে
ছুটিয়া চলেছি, সময় কোথায়
পিছে চাব কোন মতে।
নীচের যাহারা–রহিবে নীচেই
ঊর্ধ্বে ছিটাবে কালি,
আপনার অনুরাগে চলে যাব
আমরা মশাল জ্বালি।
যৌবন-সেনাদল তব সখা
বন্ধু গো নাহি ভয়,
পোহাবে রাত্রি, গাহিবে যাত্রী
নব আলোকের জয়!

www.pathagar.com

পূজা-অভিনয়

মানুষের পদ-পূত মাটি দিয়া দেবতা রচিছে পূজারী দল।
সে দেবতা গেল স্বর্গে, মানুষ রহিল আঁকড়ি' মর্ত্যতল।
দেবতারে যারা করিছে সৃজন, সৃজিতে পারে না আপনারে,
আসে না শক্তি, পায় না আশিস, ব্যর্থ সে পূজা বারেবারে।
মাটির প্রতিমা মাটিই রহিল, হায় কারে দিবে শক্তি বর,
দেবতার বর নিতে পারে হাতে, হেতা কোথা সেই শক্তিধর।

বিগ্রহ-চালে হাসে বুড়োশিব, বলে, "দেখ দেখ দশভুজা,
নেংটি পরিয়া নেংটে ইঁদুর ভক্তরা এল দিতে পূজা!
গণেশ-ভক্ত ইঁদুরে বুদ্ধি হস্তীকর্ণ লম্বোদর,
কার্তিকে মোর সাজায়েছে দেখ, যেন উহাদের মেয়ের বর!
উহাদের দেব-সেনাপতি পরে ছেঁড়া কটি-বাস আধহাতি,
সেনাদল হল চরকা বুড়ি গো, তরুণেরা হল জোলা তাঁতি!
মাথা কেটে আর অস্ত্র হেনেও হয় স্বাধীন আর সকল,
সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া কেল্লা করিবে ওরা দখল!

বলি দেয় ওরা কুমড়ো ছাগল, বড় জোর দুটো পোষা মহিষ,
মহিষাসুরেরে বলি দিতে নারে, বলে, 'মাগো ওটা তুই বধিস্!'
লক্ষ্মীর হাতে অমৃত-ভাণ্ড, লক্ষ্মী ছেলেরা তাহাই চায়,
তাই পূজা করে ওরা ধনিকেরা—লক্ষ্মীবাহন কাল্‌প্যাঁচায়!
অমৃত চাহিছে, ওরা ত চাহে না মোর কণ্ঠের বিষের ভাগ,
ওদেরি মরুতে জঙ্গলে চরে তোমার বাহন সিংহ বাঘ।
দেখিয়া তরাসে পলায় উহারা বাহন দেখিয়া যাদের ভয়,
সিংহ-বাহিনী! পূজিয়া তোমায় তারাই করিবে অসুর জয়?
সেথা তব হাতে টিনের খড়্গ, সারা গায়ে মোড়া ঝাল্‌তা রাং,
দেখে হাসি আর ঘুমাই শ্মশানে, ভক্তের দল যোগায় ভাং।
কোন্ রূপ তব ধ্যান করে ওরা, শুনিবে? শুনিয়া যাও ঘুমোও
শ্বশুর বাড়ির ফেরত যেন গো, অসুর-বাড়ির ফেরত নও!

www.pathagar.com

বাণী মেয়ে মোর বোবা হয়ে বসে বাঙা বীণা কোলে বসিয়ে রয়
কথায় কথায় সেথা সিডিশন, কি জানি কখন্ জেলের ভয়।
নিজের বন্দী, তাই দেখ, ওরা ধরিয়া ও কোন্ কন্যারে
কলা-বউ করে রেখেছে তাদের হীন কামনার কারাগারে!
ভূতো ছেলেগুলো কলেজেতে পড়ে, কে জানে ক' ল্যাজ পায় হোথায়,
কেহ শাখা-মৃগ হইয়াছে উঠি আধ্যাত্মিক উঁচু শাখায়!"
এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে অকাল বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল বধিতে রাবণে ত্রেতায় স্বয়ং রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবী পূজার অভিনয় করে চলিয়াছি।
লঙ্কা-সায়রী রাবণ ধরিয়া টুঁটিতে ফাঁসায়ে দেয় কাছি।
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া হয়ত কাছিতে পড়ে ঝুলে,
দেবীর আসন তেমনি অটল, হয়ত ঈষৎ ওঠে দুলে।
কে ঘুচাবে এই পূজা-অভিনয়, কোথায় দূর্বাদলশ্যাম
ধরণী-কন্যা শস্য-সীতারে উদ্ধারিবে যে নবীন রাম।
দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশ হাতে করে লুণ্ঠন তবু ভায়ানক ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়ত গোকূলে বাড়িছে সে আজ উহারে কল্য বধিবে যে,
গোয়ালার ঘরে খেঁটে-লাঠি-করে হলধর-রূপী রাম সেজে।

www.pathagar.com

চাষার গান

আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি
সমান রে ভাই।
কে রাবণ করে হরণ
দেখ্‌ব রে তাই ॥

আমাদের ঘরের বেটির কেশের মুঠি
ধরে নে' যায় সাগর-পারে।
দিয়ে হাত মাথায় শুধু
ঘরে বসে রইব না রে।
সে লাঙল-ফলা দিয়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে।
আছে সে লাঙল আজও
রুখ্‌ব তাতেই রাজার সিপাই ॥

পাঁচনির আশীর্বাদ
মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ,
সে পাঁচন আছে আজও
ভাঙ্‌ব তাতেই ওদের গলদ।
যে-জলে ভাস্‌ছি মোরা
চল্‌ সে জলে ওদের ভাসাই ॥

পাথুরে পাহাড় কেটে
নিঙাড়ি নীরস ধরা
আনি রে ঝর্নাধারা
এ নিখিল শীতল-করা।
আজো সে গাঁইতি শাবল
আমাদের হাতে কি নাই ॥

www.pathagar.com

খেতেছে ফসল যারা
ভাঙিয়া বেড়ার কাঁটা
এবারের পুজোয় নতুন
বলি দে সে সব পাঁঠা।
দেখিবি আস্‌বে ফিরে
শক্তিময়ী আবার হেথাই ॥

www.pathagar.com

জীবনে যাহারা বাঁচিল না

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা
মৃত্যুর পরে র'বি বেঁচে
বেহেশ্‌তে গিয়ে বাদ্‌শার হালে,
আছিস্ দিব্যি মনে এঁচে!
হাসি আর শুনি!–ওরে দুর্বল
পৃথিবীতে যারা বাঁচিল না,
এই দুনিয়ার নিয়মত্ হতে–
নিজেরে করিল বঞ্চনা,
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে?
ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুর পরী?
পরীর ভোগের শরীরই ওদের
দেখি শুনি আর হেসে মরি!
জুতো গুঁতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
আরাম্‌সে যার কাটিল দিন,
পৃষ্ঠ যাদের বারোয়ারী ঢাক
যে চাহে বাজায় তাধিন্ ধিন্,
আপনারা সয়ে অপমান, যারা
করে অপমান মানবতার,
অমূল্য প্রাণ বহিয়াই ম'লো,
মণি মাণিক্য পিঠে গাধার
তারা যদি মরে বেহেশ্‌তে যায়,
সে বেহেশ্‌ত তবে মজার ঠাঁই,
এই সব পশু রহিবে যথা, সে
চিড়িয়াখানার তুলনা নাই!
খোদারে নিত্য অপমান করে
করিছে খোদার অসম্মান,
আমি বলি–ঐ গোরের ঢিবির
ঊর্ধ্বে তাদের নাহি স্থান!

www.pathagar.com

বেহেশ্‌তে কেহ যায় না এদের,
এরা মরে হয় মাম্‌দো ভূত!
এই সব গরু ছাগলে সেবিবে
হুরী পরী আর স্বর্গদূত?
এই পৃথিবীর মানুষের মুখে
উঠিল না যার জীবনে জয়,
ফেরেশ্‌তা তার দামামা বাজাবে,
ভাবিতেও ছিছি লজ্জা হয়!
মেড়াতেও যারা চড়িতে ডরায়
দেখিল কেবল ঘোড়ার ডিম,
বের্‌রাকে তারা হইবে সওয়ার,–
ছুটাইবে ঘোড়া! ততঃকিম্‌!

সকলের নীচে পিছে থেকে, মুখে
পড়িল যাদের চুন কালি
তাদেরি তরে কি করে প্রতীক্ষা
বেহেশ্‌ত শত দীপ জ্বালি?
জীবনে যাহারা চির উপবাসী,–
চুপ্‌সিয়া গেল না খেয়ে পেট,
উহাদের গ্রাস কেড়ে খায় সবে,
ওরা সয় মাথা করিয়া হেঁট,
বেহেশ্‌তে যাবে মাদল বাজায়ে
কুঁড়ের বাদ্‌শা এরাই সব?
খাইবে পোলাও কোর্মা কাবাব্‌!
আয় কে শুনিবি কথা আজব!
পৃথিবীতে পিঠে সয়ে গেল সব
বেহেশ্‌তে পেটে সহিলে হয়!
অত খেয়ে শেষে বাঁচিবে ত ওরা?
ফেসে যাবে পেট সুনিশ্চয়!

হাসিছ বন্ধু? হাস হাস আরো
এর চেয়ে বেশি হাসি আছে,
যখন দেখিবে "বেহেশ্‌ত্‌" বলে
ওদেরে কোথায় আনিয়াছে!

www.pathagar.com

শহরের বাসি আবর্জনা ও
ময়লা, চড়িয়া "ধাপামেলে"
ভাবে, চলিয়াছে দার্জিলিঙ্গে–
হাওয়া বদ্‌লাতে চড়ে রেলে!
বদ্‌লায় হওয়া রেলেও তা চড়ে,
তার পরে দেখে চোখ খুলে
স্তূপ করে সব ধাপার মাঠেতে
আগুন দিয়াছে মুখে তুলে!

ডুবুরি নামায়ে পেটেতে যাদের
খুঁজিয়া মেলে না 'ক' অক্ষর,
তারাই কি পাবে খোদার দিদার,
পুছিবে "মাআরফতি" খবর!
পশু জগতেরে সভ্য করিয়া
নিজেরা আজিকে বুনো মহিষ,
বুকেতে নাহিক জোশ তেজ রিশ,
মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ্‌,
তারাই করিবে বেহেশ্‌তে গিয়ে
হুরী পরীদের সাথে প্রণয়!
হুরী ভুলাবার মতই চেহারা,
গাছে গাছে ভূত আঁত্‌কে রয়!
দেহে মনে নাই যৌবন তেজ
ঘুণ ধরা বাঁশ হাড্ডিসার,
এই সব জরা জীর্ণেরা হবে
বেহেশ্‌ত্‌-হুরীর দখ্‌লিকার!
নেংটি পরিয়া পরম আরামে
যাহারা দিব্য দিন কাটায়,
জিজ্ঞাসে যারা পায়জামা দেখে–
"কি করিয়া বাবা পর ইহায়?
পরিয়া ইহারে করেছ সেলাই
অথবা সেলাই করে পর?"
এরাই পরিবে বাদ্‌শাহী সাজ
বেহেশ্‌তে গিয়ে নবতর?

www.pathagar.com

বন্ধু, একটা মজার গল্প
শুনিবে? এক যে ছিল বুনো,
পুণ্য করিতে করিতে একদা
তুলিল পটল হয়ে ঝুনো!
জগতের কোনো মানুষের কোনো
মঙ্গল কভু করেনি সে,
কেবলি খোদায় ডাকিত সে বনে
বুনো পশুদের দলে মিশে।
শিখেনিক কভু সভ্যতা কোনো,
আদব কায়দা কোনো দেশের,
বেহেশ্‌তে যাবে ভরসায় শুধু
ভুলিয়া পুণ্য করিল ঢের!
মরিল যখন, গেল বেহেশ্‌তে;
দলে দলে এল হুর পরী,
এল ফেরেশ্‌তা, বস্তা বস্তা
এল ডাঁশা ডাঁশা অপ্সরী।
রং বেরঙের সাজ পরা সব,–
বুকে বুকে রাঙা রামধনু;
লচিতে লচকি' পড়িছে কাঁকল,
যৌবন থরথর তনু।
সারা গায়ে যেন ফুটিয়া রয়েছে
চম্পা-চামেলি-জুঁই বাগান,
নয়নে সুর্মা, ঠোঁটে তাম্বুল,
মুখ নয় যেন আতর-দান!
যেন আধ-পাকা আঙ্গুর, করে
টলমল মরি রূপ সবার,
পান খেলে–দেখা যায়, গলা দিয়ে
গলে গো যখন পিচ্ তাহার।
দলে দলে আসে দলমল্ করে
তরুণী হরিণী করিণী দল,
পান সাজে, খায়, ফাঁকে ফাঁকে মারে
চোখা চোখা তীর চোখে কেবল

www.pathagar.com

বুনো বেচারার ঝুনো মনও যেন
ডাঁশায়ে উঠিল এক ঠেলায়,
হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্ করে মন তার
চায় আর শুধু শ্বাস ফেলায়!
পড়িল ফাঁপরে, কেমন করিয়া
করিবে আলাপ সাথে এদের!
চাহিতেই ওরা হাসিয়া লুটায়,
হাসিলে কি জানি করিবে ফের!
উস্‌খুস্ করে, চুল্‌কায় দেহ,
তাই ত, কি বলে কয় কথা,
ক্রমেই তাতিয়া উঠিতেছে মন
আর কত সয় নীরবতা!
ফস্ করে বুনো আগাইয়া গিয়া
বসিল যেখানে পরীরা সব
হাসে আর শুধু চোখ মারে, সাজে
পান, আর করে গল্পগুজব।
পানের বাটাতে হঠাৎ হেঁচ্‌কা
টান মেরে বলে, "বোন্‌রে বোন্
আমারে দিস্ ত পানের বাটাটা,
মুইও দুটো পান খাই এখন।"
যত হুর পরী অপ্সরীদল–
বোয়াদবি দেখে চটিয়া লাল।
বলে, "বেতমিজ! কে পাঠাল তোরে,
জুতা মেরে তোর তুলিব খাল!
না শিখে আদব এলি বেহেশ্‌তে
কোন্ বন্ হতে রে মন্‌হুশ?
এই কি প্রণয় নিবেদন রীতি
জংলী বাঁদর অলঘুশ!"
বলেই চালাল চটাপট্ জুতি,
বুনো কেঁদে কয়, "মাওইমাও
আর বেহেশ্‌তে আসিব না আমি
চাহিব না পান ছাড়িয়া দাও!"

www.pathagar.com

আসিল বেহেশ্‌ত ইনচার্জ ছুটে
বলে পরীদেরে, "করিলে কি?
ওযে বেহেশ্‌তী!" পরীদল বলে,
"ঐ জংলীটা? ছিছি ছিছি!
এখনি উহারে পাঠাও আবার
পৃথিবীতে, সেথা সভ্য হোক,
তারপর যেন ফিরে আসে এই
হুরী পরীদের স্বর্গলোক!"
সকল পুণ্য তপস্যা তার
হইল বিফল, আসিল ফের
নামিয়া ধুলার পৃথিবীতে–হায়,
দেখিয়া দোজখে হাসে কাফের!
বন্ধু, তেম্‌নি স্বর্গ ফের্‌তা
ভারতীয় মোরা জংলী ছাগ,
পৃথিবীরই নহি যোগ্য, কেমনে
চাহিতেই যাই ও বেহেশ্‌ত্‌ বাগ!
পিশিয়া যাদেরে চরণের তলে
'দেউ' 'জিন' করে মাতামাতি,
দৈত্য পায়ের পুণ্যে তারাই
স্বর্গে যাবে কি রাতারাতি?
চার হাত মাটি খুঁড়িয়া কবরে
পুঁতিলে হবে না শাস্তি এর,
পৃথিবী হইতে রসাতল পানে
ধরে দিক ছুঁড়ে কেউ এদের!

আগাইয়া চলে নিত্য নূতন
সম্ভাবনার পথে জগৎ
ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা ধরে সেই
বাবা আদমের আদিম পথ!
প্রাসাদের শিরে শূল চড়াইয়া
প্রতীচী বজ্রে দেখায় ভয়,
বিদ্যুৎ ওদের গৃহ কিঙ্করী
নখ-দর্পণে বিশ্ব বয়।

www.pathagar.com

তাদের জ্ঞানের আর্শিতে দেখে
গ্রহ শশী তারা–বিশ্বরূপ,
মণ্ডুক মোরা চিনিয়াছি শুধু
গণ্ডুষ–জল-বদ্ধ কূপ!
গ্রহে গ্রহান্তে উড়িবার ওরা
রচিতেছে পাখা, হেরে স্বপন,
গরুর গাড়িতে চড়িয়া আমরা
চলেছি পিছনে কোটি যোজন।
পৃথিবী ফাড়িয়া সাগরে সেঁচিয়া
আহরে মুক্তা-মণি ওরা
ঊর্ধ্বে চাহিয়া আছি হাত তুলে
বলহীন মাজা-ভাঙা মোরা।
মোরা মুস্‌লিম, ভারতীয় মোরা
এই সান্ত্বনা নিয়ে আছি
মরে বেহেশ্‌তে যাইব বেশক্
জুতো খেয়ে হেথা থাকি বাঁচি!
অতীতের কোন্ বাপ-দাদা কবে
করেছিল কোন যুদ্ধ জয়,
মার খাই আর আহারি ফখর্
করি হর্দম জগৎময়।
তাকাইয়া আছি মূঢ় ক্লীবদল
মেহেদী আসিবে কবে কখন,
মোদের বদলে লড়িবে সেই যে,
আমরা ঘুমায়ে দেখি স্বপন!
যত গুঁতো খাই, বলি, "আরো আরো
দাদারে আমার বড়ই সুখ!
মেরে নাও দাদা দুটোদিন আরো
আসিছে মেহেদী আগন্তুক!"
মেহেদী আসুক না আসুক, তবে
আমরা হয়েছি মেহদী-লাল
মার খেয়ে খেয়ে খুন্ ঝরে ঝরে–
করেছে শত্রু হাড়ির হাল!

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীতে আছি বেঁচে
আমরা আদিম বন-মানুষ,
ঘরের বৌ ঝি সম ভয়ে মরি
দেখি' পরদেশী পর-পুরুষ!

ওরে যৌবন-রাজার সেনানী
নয়া জমানার নও জোয়ান,
বনমানুষের গুহা হতে তোরা
নতুন প্রাণের বন্যা আন্!
যত পুরাতন সনাতন জরা–
জীর্ণরে ভাঙ্, ভাঙরে আজ!
আমরা সৃজিব আমাদের মত
করে আমাদের নব-সমাজ।
বুড়োদের মত করে ত বুড়োরা
বাঁচিয়াছে, মোরা সাধিনি বাদ,
খাইয়া দাইয়া খোদার খাসিরা
এনেছে মুক্তি ষাঁড়ের নাদ্।
আমাদের পথে আজ যদি ঐ
পুরানো পাথর-নুড়িরা সব
দাঁড়ায় আসিয়া, তবু কি দু'হাত
জুড়িয়া করিব তাদের স্তব?
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা রে বন্ধ হারা
নব জীবনের বন্যা-ঢল!
ওদেরে স্বর্গে পাঠায়ে, বাজারে
মর্ত্যে মোদের জয় মঙ্গল!
চিরযৌবনা এই ধরণীর
গন্ধ বর্ণ রূপ ও রস
আছে যতদিন চাহি না স্বর্গ!
চাই ধন, মান, ভাগ্য, যশ!
জগতের খাস্ দরবারে চাই–
হাতের কাছে যে রয়েছে অমৃত
তাই প্রাণ ভরে করিব পান।

www.pathagar.com

দীওয়ান-ই-হাফিজ

গজল-১

জাগো সাকি হাম্‌দরদী, জাম-বাটিতে দাও শরাব,
চুলোয় যাক এই দুঃখ-ব্যথা, ধুলোয় ঢাকুক সব অভাব! – ১

ভর-পিয়ালা দস্তে দে দোস্ত, মস্ত হয়ে বুঁদ সেই নেশায়,
দিই ফেলে এই শির হতে ঐ সুনীল আকাশ-গাঁঠ্‌রিটায়! – ২

ভয় কি সখি? করবে নিন্দা শাস্ত্র-শকুন বঙ্কুরা?
বদ্‌নামে মোর পরোয়া থোড়াই! চালাও পাস্সি, দাও সুরা। – ৩

নেশার দারু জরুরি ভাই, খোদ্‌-দেমাকির নাশ্‌তে জাত,
ঢালো শরাব, আত্ম ভোলাও, চেতন আমার হোক নিপাত! – ৪

দহন-দারুণ দিল্‌ ছেপে মোর উঠ্‌ছে যে শ্বাস বহ্নি-শিশ,
কতই কাঁচা শুষ্ক হৃদয় পুড়ছে তাতে অহর্নিশ! – ৫

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম-দেওয়ানা ফির্‌নু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখনু ঢুঁরে দিল্‌-দরদী বন্ধু নাই। – ৬

তারি তরে জান্‌ কাঁদে মোর, সেই জানি মোর দিল্‌-আরাম,
করলো যে মোর এই জীবনের সকল সোয়াদ-সুখ হারাম! – ৭

গুলবাগে আর দেবদারুকে দেখ্‌তে কারুর রয় না সাধ,
দেখলে প্রিয়ার সরল ছাঁদ আর চাঁদ্‌নী-সফেদ বদন-চাঁদ – ৮

মাটির ভাঁটির রস ছিল যা, সব পিয়েছিস্‌, কিসের দুখ?
খাও পিও আর স্ফূর্তি চালাও, চালাও – মৌজে দিন কাটুক। – ৯

দিবানিশি পাস্‌ যে ব্যথা, ওরে হাফিজ, দু'দিন থাম্‌!
আসবে প্রিয়া দিল্‌-জানিয়া, পূর্ণ হবে মনস্কাম! – ১০

www.pathagar.com

গজল–২

বুক-ব্যথানো বেণুর বেদন বাজিয়েছিল কাল রাতে
বনশীওয়ালা – আল্লাতা'লা রাখুন তারে আহ্লাদে!

কর্‌লে আমায় ক্লান্ত এতই তার সে মুর্‌জ মুরঝা সুর –
বোধ হল মোর বিশ্ব-নিখিল কেবল কান্না-বেদ্‌নাতুর!

পার্শ্বে ছিল ছুক্‌রি সাকি ঠোঁট-কূপে যার 'আব-হায়াত',
মুখ আলো আর কেশ কালো যার খেলায় সদাই দিন ও রাত।

বিহ্বল আমার তৃষ্ণা দেখে পাত্রে আরো ঢালল মদ,
মদ্‌-মদালস কইনু আমি চুম্বি' সাকির পুণ্য পদ–

"মুক্তি দিলে আমার 'অহম্‌'-দুঃখ থেকে আজ তুমি,
মদ ঢেলে যেই করলে অধর নাচ-পেয়ালার নাচ-ভূমি।

আল্লা তোমায় আগ্‌লে রাখুন আলাই-বালাই আপনি নে,
সাকি! তোমার সর্বলোকে কল্যাণ হোক সব দিনে।"

হাফিজ যখন আপন-হারা কোথায় বা তোর 'কায়্‌কাউস্‌',
কায়কোবাদের কুলমুলুক? – এক তিল বরাবর তখ্‌তাউস্‌!

আব হায়াত–মৃতসঞ্জীবনী-সুধা! কায়কাউস্‌ ও কায়কোবাদ–এঁরা প্রাচীন পারস্যের প্রবল পরাক্রান্ত বাদ্‌শা ছিলেন। তখ্‌তাউস্‌–ময়ূর-সিংহাসন।

www.pathagar.com

গজল—৩

হাঁ, এয় সা'কি, শরাব ভর লাও
বোলাও পেলালী চালাও হর্‌দম্‌!
প্রথম প্রেম-পথ সহজ-সুন্দর
শেষের দিক তার ঢালাও-কর্দম!
কস্‌ম তার ভাই ভোরের বায় ভায়
অলক-গুচ্ছের সে-বাস্‌ কান্তার্‌,
বহুৎ দিল্‌ খুন করলে কুন্তল
কপোল-চুম্বী চপল ফাঁদ্‌দার।
যদিই ক'ন তোর সাগ্নিক ঐ পীর্‌
মুসল্লায় কর্‌ শরাব্‌-রঙ্গিন,
পথেই রথ্‌ যার অচিন্‌ নয় তার
কোথায় পথ্‌-ঘাট খারাব সঙ্গিন।
আরাম সুখ্‌ মোর হারাম্‌ বিল্‌কুল্‌
পথের মঞ্জিল্‌ পিয়ার মুল্‌কের,
নকিব হরদম্‌ হাঁকায় হাম্‌দম্‌—
পথিক! দূরপথ্‌ গাঁঠরি তুল্‌ ফের!
অন্ধকার রাত, ঊর্মি-সংঘাত,
ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে,
বেলায় বাস্‌ যার বুঝ্‌বে ছাই তার
পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে!

তামাম্‌ মোর কাম্‌ শুধুই বদ্‌নাম্‌,
নিজের দোষ্‌ ভাই নিজের দোষ্‌ সে,
গোপন দূর্‌ ছাই রয় কি নাম্‌ তার
রাজ-সভায় যার চর্চা জোর-সে।

www.pathagar.com

প্রসাদ চাস্? বাস্ গাফিল্ হোস্‌নে!
হাফিজ হরদম্ হাজির-মজ্‌লিস!
এ-সব তঞ্চট্ ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট্
ছোড়্ দে, তারপর পিয়ার খোঁজ নিস্।

গজলটির ধরতা এই :

"আলাইয়্যা আইয়োহাস্ সা'কি কা-সা ওয়ানা বিল্‌হা!"
হাঁ, এয় সা'কি শরাব্ ভর্ লাও বোলাও পেয়ালী চালাও হর্‌দম্!

কুঞ্জিকা : সা'কি–যে শরাবের পেয়ালা হাতে দেয়। শরাব–মদ্য (দ্রাক্ষারস)। হর্‌দম্–সর্বদা। কসম–দিব্য, শপথ। দিল্–হৃদয়। ফাঁদদার–ফাঁদযুক্ত অর্থাৎ কোঁকড়া। পীর–গুরু। মুসল্লা–যে মাদুর বা কাপড়ের উপর দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া হয়। সঙ্গিন–দুস্তর। হারাম–নিষিদ্ধ। বিল্‌কুল–সমস্ত। মঞ্জিল–পান্থনিবাস। পিয়ার–প্রিয়ার। মুল্‌কের–মুল্লুকের, দেশের। নকিব–তূর্যবাদক। হাম্‌দাম্–বন্ধু, সখা। সমুন্দর–সমুদ্র। তামাম–সমস্ত। কাম–কাজ। জোর-সে–খুব জোরে। গাফিল–অলস, যে হেলায় কাজ নষ্ট করে। হাফিজ–কবির নাম। মজলিস–সভা। তঞ্চট–গোলমাল। ছোড়্ দে–ছেড়ে দাও।

www.pathagar.com

গজল–৪

হে মোর সুন্দর! চাঁদের চাঁদ মুখ
তোমার রৌশন রূপ্ মেখেই,
রূপের জৌলুস্ তোমার টোলদার্
চিবুক্-গণ্ডের কূপ্ থেকেই।
ওষ্ঠে প্রাণ! হায় দেখ্‌তে চাও তায়
গোল্-বদন্ ঐ ঘোম্‌টা-হীন,
জানাও ফর্‌মান্ জ্বল্‌বে আর না
নিব্‌বে জান্‌টার মোম্‌টা ক্ষীণ!
তোমার কেশপাশ্, আমার দিল্, বাস, –
জমবে জোট্ সেই এক জা'গায়,–
আরজ এই ক্ষীণ্ মিট্‌বে কোন্ দিন?
আর না বিচ্ছেদ,–দেক্ লাগায়!
নার্গিস-অক্ষি! হর্‌লে সব সুখ্
তোমার নয়্‌নার অত্যাচার;
মস্ত্ চাউনির হস্তে তাই কই
যাক্ সতীত্বও হত্যা ছার!
খুল্‌বে এইবার নয়ন-পাত্ তার
বদ-নসিব মোর নিঁদ্-আঁতুর,
আজ যে প্যারীর উজ্‌লি স্মিরতি'য়
আন্‌লে নির্ঝর ক্ষীণ্ আঁসুর!
পাঠিয়ো ভোর বায় ফুল্ল ফুল্ তুল্
তোমার গণ্ডের ফুল্ তোড়া!
যদিই পাই তায় তোমার বোঁস্তার
খোশ্‌বুদার খাক ধুল থোড়া!
দে খবর দিল্,– দার্ পিয়ায় সই
বক্ষে আজ মোর জোর ব্যথা,
মাথার দিব্যি রইলো সই লো,
জরুর ক'স তায় মোর কথা!
জামশেদের দর্– বারের সা'কি!
বাড়ুক পর্‌মাই মদ্য-পিও!

www.pathagar.com

তোমার হস্তে এ মদের ভাঁড় মোর
পুর্‌লো নাই ভাই যদ্যপিও!
'য়্যাজদ্' মুল্‌কের বাসিন্দায় সব্
বলবে, বন্ধু ভোর-সমীর!
(ভরুক্ ময়দান্ লুটাক্ পায়-পায়
অকৃতজ্ঞের খণ্ড শির!)
"বহুৎ দূর পথ্ বহুৎ বিচ্ছেদ্
স্মৃতির ভুল্ হায় হয়নি তায়,
তাদের বাদশার্ গোলাম্ আজ্‌কেও
তাদের খোশনাম্ কয় সদাই।"
চল্‌তে মোর পথ্ সাম্‌লো প্যারী,
আঁচর, খাক্ আর খুন হতে;
তোমার এশ্‌কের নিরাশ্ খুন্-দিল্
লোহু'য় পথ্ এ পূর্ণ যে!
এয় শাহানশাহ্! ওয়াস্তে আল্লার
শক্তি দাও এই, অহর্নিশ্-
আস্‌মানের ন্যায় চুম্বি অম্‌নি
তোমার খাস রঙ্-মহল শীষ্!
আশিষ্ চায় এই 'হাফিজ্' হর্‌দম্,
কও 'আমিন' সব খুব মনে-
"লাল শিরিন ঠোঁট পিয়ার রোজ পাই,
ভরাই লাখ্ লাখ্ চুম্বনে!"

ছন্দসূত্র :

এয় ফরোগে মাহে হোস্‌ন্ আজ্ রূয়ে রোখ্‌শা নে শুমা
আবরূয়ে খূবি আজ্ চা- হো জনখ্‌দা নে শুমা।

কুঞ্জিকা : রৌশন্-জ্যোতির্ময়। টোলদার-টেল্-খাওয়া (সুন্দরীদের গালের ও চিবুকের ছোট্ট টোলের সৌন্দর্যের তুলনা নাই!), গোল্-বদন-পুষ্পপেলব সুন্দর মুখ। ফরমান-হুকুম। মোমটা ক্ষীণ-ক্ষীণ প্রদীপটা। আরজু-প্রার্থনা, নিবেদন। দেক্-বিরক্তি। নার্গিস-অক্ষি-নার্গিস (Nargissus) ফুলের মতো সুন্দর চোখ যে সুন্দরীর। মস্ত-চাউনি-ঘোর-ঘোর চটুল চাওয়া। নিদ-আতুর-নিদ্রাতুর। প্যারী-প্রিয়তমা। উজ্‌লি-উজ্জ্বল। স্মিরতি'য়-স্মৃতিতে। আঁসু-অশ্রু। বোঁস্তা-কুঞ্জ। খোশবুদার-সুরভিত। খাক্-মৃত্তিকা। খোড়া-সামান্য। দিল্‌দার পিয়া-দরদী প্রিয়া। জরুর-নিশ্চয়ই। জাম্‌শেদ-পারস্যের বিখ্যাত বাদশাহ্ ছিলেন এবং এঁরই আমলে প্রথম রাজদরবারে শরাবের জাম বা মদ্যের পিয়ালার প্রচলন হয়। এঁর 'জামশেদ' নাম হতেই পারসি জাম (শরাব-পেয়ালা) কথার উৎপত্তি। মদ্য-পিও-মদ্য পান কর। য়্যাজদ্‌মুলক-পারস্যের এক প্রাদেশের নাম, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই নাকি ফকির দরবেশ ছিলেন। খোশ-নাম-প্রশংসা। খুন-রক্ত, স্থান বিশেষে রক্তাক্ত। এশ্‌ক-প্রেম। শাহান্‌শাহ-মাহমাহিম সম্রাট। ওয়াস্তে আল্লার-দোহাই আল্লার! চুম্বি-চুম্বন করি। খাস-প্রধান। রঙমহল শীষ-রঙমহল্ প্রাসাদের চূড়া। 'আমিন'-তথাস্তু। লাল-চুনি-পান্নার মত টুকটুকে। শিরিন-মধুভরা!

www.pathagar.com

গজল–৫

হাত্ হতে মোর হৃদয় যায়
দোহাই বাঁচাও হৃদয়-বান্!
আফ্সোস্! আমার গোপন্ সব্
ফস্‌কে যে দেয় নিদয় প্রাণ।
দশ দিনের এই দুনিয়া ভাই,
স্বপ্ন-কুহক কল্প-লোক;
কর্‌তে ভালোই বন্ধুদের,
বন্ধু, তোমার লক্ষ্য হোক্!
বও অনুকূল বায়, এ নাও
ভগ্ন, মনেও শ্রান্তি হায়!
হয় তো দু'বার দেখ্‌ব ফের্
সেই হারা মোর প্রাণ-পিয়ায়।
শরাব্-সভায় কুঞ্জে আজ
বুলবুলি বাঃ বোল্ বিলায়–
লাও্ প্রভাতের মদের্ ভাঁড়,
মস্তানা সব্ জল্‌দি আয়!
হাজার লাখ্ হে মাহন্-প্রাণ,
সালাম সালাম ধন্যবাদ!
দরবেশ্ এ দীন একটি দিন
প্রসাদ চায়, নাই অন্য সাধ।
দুই দুনিয়ার আরাম্ সব
ব্যাখ্যা ভাই এই এক কথায়,–
দোস্তে মধুর স্নিগ্ধ ভাষ,
শত্রু যে-দাও বক্ষ তায়।
সুনাম সুযশ লাভের পথ্
করলে হারাম, হে দুর্বোধ!
মন্দ বোধ হয় কু-নাম আজ?
বদ্‌লে দাও, বাস্ এ দূরে পথ্
জম্‌শেদের এই মদের গ্লাস
সিকান্দারের আয়না ভাই;
দারার দেশের সকল হাল
ঐ হের বাঃ, ভায় না তায়?

www.pathagar.com

শির ঝোঁকা, নয় মোমের ন্যায়
জ্বাল্‌বে–সে কি শরম কম?–
এ পিয়া যার পরশ ঘা'য়
কঠিন শিলাও নরম মোম্‌।
বন্ধুদে' সব বৈতালিক্‌
গায় যদি এই ফার্সি গীত্‌
সন্ন্যাসী পীর ভাব-মোহিত্‌
নাচ্‌বে; এ-গান সার্‌-নিহিত্‌।
ঐ খাঁটি মদ্‌– সুফীর দল্‌
পাপের মা কয়?– আ দুত্তোর!
আইবুড়ো সব ছুকরিদের
ঠোঁট-চুমোরও মধুরতর!
হাতখালি? বাস্‌, আয়াস্‌ কর্‌,
আয়েস করার, শেখ সুখেও;
পরশ-পাথর মত্ততার
'কারুণ' বানায় ভিক্ষুকেও।
পর্‌মায়ু দেয় মুমূর্ষুরে
ফারেস্‌ দেশের দিল্‌-পিয়ায়,
এয়্‌ সাকি, এই খেশখবর
জ্ঞান-বুড়োদের বল্‌বি ভাই!
খাম্‌খা হাফিজ দেয় নি গা'য়
শরাব-রঙিন কুর্তি এই,
আল্‌খেলা পাক্‌ গা'য় হে শেখ!
লাচার, সব এই ফুর্তিতেই!

ছন্দ :

"দিল্‌ মি রওদ দস্‌তম্‌ সাহিব্‌ দিলাঁ খোদারা"
হাত্‌ হতে মোর হৃদয় যায় দোহাই–বাঁচাও হৃদয়-বান্‌!

কুঞ্জিকা : নাও–নৌকা। মস্তানা–মাতাল, পাগল। সালাম–তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক্‌। দরবেশ–যে প্রার্থনা নিয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে। দুই দুনিয়ার আরাম–ঐহিক পারত্রিক সুখ। হারাম–নিষিদ্ধ। জম্‌শেদ–পারস্যে এক বাদশার নাম, ইঁহারই দরবারে সর্বপ্রথম শরাবের পেয়ালার প্রচলন হয় বলিয়া শরাবের পেয়ালাকে "জামে-জমশেদ" বলে। সিকান্দার–মহাবীর আলেকজাণ্ডার (Alexander the great)। সিকান্দারের আয়না–কথিত আছে যে, সিকান্দার বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক অদ্ভুত আয়না নির্মাণ করেন, তাহাতে নাকি ইস্তাম্বুল শহর পর্যন্ত যেখানে যাহা হইত, এই আয়নায় তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া দেখা যাইত। দারা–পারস্যের এক বিখ্যাত সম্রাট্‌। হাল–অবস্থা। শেখ–জ্ঞানী। 'কারুণ'–কুবের। ফারেস–পারস্য। পাক–পবিত্র।

www.pathagar.com

গজল–৬

মোর্ পাত্র মদ্য–রোশনায়ে কর রৌশন্ এয় সাকি!
গাও বান্দা, "মোদের পুরবে সব আশ্ দুন্য়া নয় ফাঁকি!"
মদ্– পাত্রে মোর আজ বিম্বিত ছবি প্রিয়ার চাঁদ মুখের,
শোন্ বঞ্চিত যত হর্দমই মদ্– টানার স্বাদ সুখের!
ঝাউ– ছিপ্ছিপে তন্– নাঙ্গীদে' নাজ্ নখরা' সব ফুরোয়
ক্ষীণ দেব্দারু-তনু মরালী পিয়ার্ যেই হয় অভ্যুদয়।
সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী শাশ্বত চির– জাগ্রত প্রেম যার;
অবি– নশ্বর মম নাম তাই দোলে কাল-বুকে হেম-হার।
মোর "দিল্রুবা" পিয়ার আঁখিয়ার বড় মিঠি দিঠি আধ-ঘোর,
তাই চাউনির ওরই হাতে সঁপা মোর বাসনার বাগ-ডোর।
রোজ কিয়ামতে ভাই, জিতবে না,– আহা দুঃখে গাল খুঁটি!
মোর হারাম মদকে ভাও শেখের হালাল দাল-রুটি।
কভু বন্ধুদের সে ফুলবাগে যদি যাও দখিন হাওয়া;
মোর কান্তারও কাছে এই কথাটুকু জরুর চাই যাওয়া;
বলো প্রিয়তম! স্মৃতি জোর করে ছি ছি ভোলা কি কখনো যায়?
ওগো আপনি সেদিনও আসিবে, আর না দেখিবে স্বপনো তায়!
ওই পাত্লা ছুঁড়িরই প্রেম দাগ বুকে 'লালা'-ফুল সম চিন্;
মম জালে ধরা দেবে মিলন-বিহগ– বাকি আর কতদিন?
ওই সব্জা দরিয়া আস্মানের, আর চাঁদের নৌকা সেই
সব্ ডুব গিয়ে ভায়া 'কওয়াম হাজি'র মাল এ মদ্ গ্লাসেই!
ফেল্ অশ্রুবিন্দু– শস্য-কণিকা হাফিজ কাঁদ্ রে কাঁদ্
ওরে মিলন-পক্ষী হয়ত লক্ষ্য করবে তা হলে ফাঁদ!

ছন্দ :

সা কী ব-নূরে বা-দা বর্-অফ রোজো জা-ম্ এমা
মোর পাত্র মদ্য–রোশ্নায়ে কর্ রৌশন এয় সা–কী!

কুঞ্জিকা : রোশ্নায়–জ্যোতি। রৌশন–জ্যোতির্ময়। এয়–ওগো, ওহে। বান্দা–সভার গায়ক। নাজ্-নখ্রা–ছলাকলা, হাবভাব। দিল্রুবা–মন-হরণকারী। রোজ-কিয়ামত–শেষ বিচারের দিন। হালাল–শাস্ত্রসিদ্ধ। বাগ-ডোর–লাগাম। ফুলবাগে–পুষ্পোদ্যানে। জরুর–অবশ্য অবশ্য। লালা–এক রকম ফুল, এই ফুলের বুকে একটি ক্ষত বা দাগ থাকে। সব্জা-সবুজ। দরিয়া–সমুদ্র। 'কওয়াম হাজি'–কবি হাফিজের এক উজির-বন্ধু।

www.pathagar.com

গজল—৭

কোথায় সুবোধ্ সংযমী, তা'রতুল্ এ-মাতাল অপাত্রে ছাই!
তাদের পথ্ আর আমার্ এ-পথ্ বহুৎ বহুৎ তফাত যে ভাই!
ধরম্ শরম্? চুলোয় সে যাক্! প্রেম্-শিরাজীর্ প্রেমিক্ এ-জন,
নীতির নীরস ঠোঁট চেপে শোন্ রোবাব্-বীণের ঝিঁঝিট-বেদন?
মসজিদে গ্যে' শিখ্নু পরা ফেরেব—বাজীর কুর্তি কালো;
ভাইরে, আমার আতশ্-পূজা শরাব্-শিরীর্ ফূর্তি ভালো।
মিলন-চুমুর শিরিন্ স্মৃতি আবছায়া তাও হয় না মনে!
হায় কোথা সেই যাদুর মায়া, মান্ করে জল নয়না—কোণে?
দোস্তের সরূপ রূপ-দরিয়ায় দুশমনে ছাই পায় না রতন,
রবির শিখায় স্তিমিত প্রদীপ্ জ্বাল্তে সে ছাই খাম্খা যতন্!
সেবের মতন স-টোল চিবুক-কুপটি প্রিয়ার রাস্তাতে না?
আশেক পথিক, সামলে চলিস্! আস্তে! পড়েই যাস্ তাতে বা!
সুর্মা, আঁখির অঞ্জন আমার, পীত্ম, তোমার চরণ-রেণু,
এই মদিনা-মক্কা, হেথাই বাজ্বে আমার মরণ-বেণু!
আশ্ করো না বন্ধু আমার, হাফিজ হতে চুম্-ভরা ঘুম,
শান্তি কী চিজ্? আরাম কোথায়? কল্জেতে মোর জ্বলছে আগুন।

www.pathagar.com

গজল–৮

ছন্দ : আগর আঁ তুর্ কে শিরাজী বদস্‌ত্ আ-রদ্ দিলে মারা।
যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নী ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল ফের্।

যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নী ফেরত দেয় মোর
চোরাই দিল্ ফের্,
সমরখন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল
গালের তিল্‌টের!
লে আও সাকি, শরার্ শেষটুক্! কোথাও নাই
ভাই, বেহেশ্‌তেও সে,
নহর, 'রোকনা-আবাদ্'–তীর আর এমন্ ঈদ্‌গাহ্,
এদেশ সেও সে।
বাঁচাও বন্ধু! নিলাজ্ চঞ্চল্ চটুল্ চুলবুল্
প্রিয়ার মুখচোখ,
তুর্কি সৈন্যের 'লুটের খাঞ্চা'র মতই বিল্‌কুল
লুট্‌লে সুখ-লোক!
অপূর্ণই মোর এশ্‌ক্-গুলবাগ্ তাতেই মশ্‌গুল
ভোমর্ চঞ্চল্,
হুর যে চায় না স-টোল লাল গাল, হরিণ চোখ,
মুখ্ কোমল্ ঢল্‌ঢল্।
আগেই জানতাম, ব্যাকুল-দিন দিন আকুল–
যৌবন হাসিন্ 'ইউসফ'–
প্রেমের টান তার নাশ্‌বে হ'র্‌বে 'জুলায়খা'র
সব্ নারীর গৌরব।
চলুক সেহ্‌লির শরাব-সঙ্গীত, কালের কুঞ্জি
নাই তলাস্ তার,
না-হক কসরত্ গ্রন্থি খুলবার রহস্যের এই রশির ফাঁসটার!

www.pathagar.com

নীতির গীতি শোন্ পীতম চঞ্চল! শান্ত সুন্দর
তারই ঠিক্ প্রাণ,
জ্ঞানের বৃদ্ধের নীতির বশ্ যে, সৎ কথায় যার
প্রাণ্-অধিক্ জ্ঞান।
মন্দ কত? আহ্, তাতেই জান্ তর্‌র্! আবার
গাল্ দাও হে মোর লক্ষ্মী;
গাল্ তো নয় ও, মিষ্টি শর্বত্ ঢাল্‌ছে পান্নার শিরিন ঠোঁটটি!
গজ্‌ল-গীত নয়, মুক্তো গাঁথ্‌ছিস, হাফিজ্ আয়,
ফের মধুর তান্ ধর্!
তারার লাখ্ হার ছুঁড়বে বার্‌বার্ অধীন আসমান্
শুন্‌লে গান্ তোর্।

www.pathagar.com

নমস্কার

তোমারে নমস্কার–
যাহার উদয়–আশায় জাগিছে রাতের অন্ধকার।
বিহগ-কণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার
স্তব্ধ পাখায় লাগে গতি-বেগ চপল দুর্নিবার।
ঘুম ভেঙ্গে যায় নয়ন সীমায় লাগিয়া যায় আভাস
কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস।
জাগে সহস্র শিশির-মুকুরে সহস্র মুখ যার
না-আসা দিনের সূর্য সে তুমি, তোমারে নমস্কার!

নমো দেবী নমো নম,
ছুটিয়া চলেছে স্রোত-তরঙ্গ পাহাড়ী হরিণী সম।
অটল পাষাণ অচপল গিরিরাজের চপল মেয়ে
চলেছে তটিনী তটে তটে নট-মল্লারে গান গেয়ে।
কূলে কূলে হাস পল্লবে ফুলে ফল ফসলের রানী,
বধির ধরারে শোনাও নিত্য কল কল কল বাণী।
তর কলভাষে খল খল হাসে বোবা ধরণীর শিশু,
ওগো পবিত্রা কূলে কূলে তব কোলে দোলে নবশিশু।
তব স্রোত-বেগে জাগে অনন্দ জাগিছে জীবন নিতি,
চির-পুরাতন পাষাণে বহাও চির নূতনের গীতি।
জড়েরে জড়ায়ে নাচ্ছি প্রাণদা, দাও নব প্রাণ তার,
শ্মশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার!

www.pathagar.com

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি

www.pathagar.com

১৩৪৫ সালে 'নির্ঝর' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়ছিল। প্রকাশক : মৌলবী ইমদাদ আলি খান, প্রোঃ মোহসিন এন্ড কোং; ৬৬/এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রীতারাপদ ব্যানার্জি, দি মডেল লিথো অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৬/১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ৯৬+২ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা। – কিন্তু কাব্যখানি যথারীতি বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির হয় নাই। এ-সম্পর্কে চৌধুরী শামসুর রহমান লিখিয়াছেন :

> ১৯৩০-৩১ সাল। ... এই সময়েই মোহাম্মদ কাসেম সাহেব ঢাকা থেকে গিয়ে অমাদের আস্তানায় উপস্থিত হন। কবি নজরুলের একখানা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়েই তিনি আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম এর আগে যখন ঢাকায় ছিলেন, তখনই কিছু টাকার বিনিময়ে এই পাণ্ডুলিপিখানা কাসেম সাহেবকে হস্তান্তর করেন। অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় মোহাম্মদ কাসেম কোনও প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপিখানা বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁকে সঙ্গে করে বৈঠকখানা রোডে এমদাদ আলী সাহেবের প্রেসে নিয়ে যাই। এমদাদ আলী সাহেব এককালে মাসিক 'সহচর' পত্রিকা বের করতেন এবং তারপর কয়েকখানা বই-পুস্তকও প্রকাশ করেন। তিনি নজরুলের বইখানা কিনতে রাজি হন এবং নগদ নয় শত টাকার বিনিময়ে আমরা তাঁকে পাণ্ডুলিপি প্রদান করি।
>
> –পঁচিশ বছর, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

> কবি তাঁর এই বইয়েরর 'নির্ঝর' নাম দিয়েছিলেন এবং এতে মোট ১৪টি কবিতা ছিল। ... পরে কয়েকবার উকিল (এমদাদ আলী) সাহেবের প্রেসে গিয়ে বইখানির কয়েকটি মুদ্রিত ফর্মা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। কোন্ রহস্যজনক কারণে যে উকিল (এমদাদ আলী) সাহেব পাণ্ডুলিপির জন্যে নগদ নয়-শো টাকা প্রদান করে এই বই ছাপার পরও তা বাজারে বের করলেন না, তা-জানার কোনো উপায় ছিল না।
>
> [নজরুল একাডেমী পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৭৭]

ঢাকার অধুনালুপ্ত 'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদক মরহুম মোহাম্মদ কাসেম সাহেবের নিকট হইতে কলিকাতার মোহসিন অ্যান্ড কোম্পানি যে-পাণ্ডুলিপিখানি ক্রয় করেন তাহাতে মোট ১৪টি কবিতা ছিল বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু 'নির্ঝর' কাব্যে মুদ্রিত হয় নজরুলের ২৫টি কবিতা; সম্ভবত এই কারণেই কাব্যখানি বাজারে বাহির হইতে পারে নাই। উক্ত ২৫টি কবিতা হইতেছে :

> ১. অভিমানী, ২. বাঁশির ব্যথা, ৩. আশায়, ৪. সুন্দরী, ৫. মুক্তি, ৬. চিঠি, ৭. অরবী ছন্দের কবিতা, ৮. প্রিয়ার দেওয়া শরাব, ৯. মানিনী বধূর প্রতি, ১০. গান (আজ নূতন করে পড়লো মনে মনের মতনে), ১১. গরীবের ব্যথা, ১২. তুমি কি গিয়াছ ভুলে, ১৩. হবে জয়, ১৪. পূজা-অভিনয়, ১৫. চাষার গান, ১৬. জীবনে যাহারা বাঁচিল না, ১৭–২৪. দীওয়ান-ই-হাফিজ : ৮টি গজল, ২৫. নমস্কার। ...

'আভিমানী' ১৩২৮ ফাল্গুনের 'সহচর'-এ 'বাঁশীর ব্যথা' ১৩২৭ কার্তিকের 'বঙ্গনূর'-এ, 'আশায়' ১৩২৬ পৌষের 'প্রবাসী'তে এবং 'সুন্দরী' ১৩২৭ ভাদ্রের 'বঙ্গনূর'-এ বাহির হয়েছিল।

www.pathagar.com

'মুক্তি' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা; ১৩২৬ শ্রাবণের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকশিত হয়েছিল। 'চিঠি' ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গনূর'-এ বাহির হয়; শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে : 'গাথা'। 'আরবী ছন্দের কবিতা' ১৩২৯ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'প্রবাসী' হইতে ১৩২৯ মাঘের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় সংকলিত হইয়াছিল। 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় এবং 'গরীবের ব্যথা' ১৩২৭ আশ্বিনের 'বঙ্গনূর'-এ বাহির হইয়াছিল। 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : ১ ও ২ সংখ্যক 'গজল' ১৩২৭ অগ্রহায়ণের ৩ ও ৪ সংখ্যক 'গজল' ১৩২৭ পৌষের এবং ৫ ও ৬ সংখ্যক 'গজল' ১৩২৭ মাঘের 'মোসলেম ভারত'এ, ৭ সংখ্যক 'গজল' ১৩৩০ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে এবং ৮ সংখ্যক 'গজল' ১৩৩০ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

[তথ্যসূত্র : আবদুল কাদির সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ থেকে]

www.pathagar.com